নসিরুদ্দিন

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

—••()••—

সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা

—ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা।

[মূল্য ১৲

'প্যারী প্রেস' ৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, হইতে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার বি, এস্ সি, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ ১৩২৮ সাল

উৎসর্গ

মুসলমান ভ্রাতৃগণের করকমলে

প্রীতিচিহ্নস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক নাটকখানি

সাদরে প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা

সুলতান নাসরুদ্দিন ভারতেতিহাসের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন—এরূপ রাজর্ষিতুল্য নৃপতি শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে, জগতের ইতিহাসে বিরল। তাই তাঁর পবিত্র জীবনের দুই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিত হইল—অর্গল রাজের বিদ্রোহ, অর্গলের রাণীর বীরত্ব, সুলতান কর্ত্তৃক সেনাপতির পদচ্যুতি, রুটি প্রস্তুত করিতে করিতে বেগমের হাত পুড়িয়া যাওয়া, সুলতান কর্ত্তৃক কোরাণের উক্তি লিখিয়া বিক্রয়—মাত্র এই গুলি ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য সুলতানের আদর্শ চরিত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে কয়েকটি নূতন ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাধব মিশ্র ও মুন্নাবাঈ সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত—নায়কের চরিত্র চিত্রণে এরূপ কল্পনার সাহায্য একান্ত আবশ্যক, নতুবা নাটক বা উপন্যাস হয় না। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সরকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নসিরুদ্দিন	দিল্লীর বাদ্‌শা।
গৌতম সিং	অর্গলের রাজা।
জাফর খাঁ	অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ও বাদ্‌শার সেনাপতি
অভয় সিং নির্ভয় সিং	রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয়।
মাধব মিশ্র	জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
মহেন্দ্র	মাধব মিশ্রের ছাত্র।
আমির খাঁ ওসমান খাঁ মহম্মদ খাঁ	বাদ্‌শার ওমরাহগণ।
হীরা সিং	অর্গলরাজের আত্মীয়।
কুমার সিং	ঐ পুত্র।
লাল সিং	কুমার সিংহের জনৈক বন্ধু

নাগরিকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

চন্দ্রাবতী	অর্গলের রাণী।
সেলিমা	দিল্লির বেগম।
সুভদ্রা	মাধব মিশ্রের কন্যা।
তারা	অর্গল রাজকন্যা।
মুন্নাবাঈ	জনৈক বাইজী।
আমিনা	সেলিমা বেগমের দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী
সাকিনা	জাফরখাঁর কন্যা।

নাগরিকাগণ প্রভৃতি।

নসিরুদ্দিন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুটীর—সম্মুখে রাজপথ

মাধব ও সুভদ্রা

মাধব। মা, আমার বয়স হ'য়েছে, কোন দিন কি হয়, বলা যায় না তোমাকে একজন সৎপাত্রের হাতে স'পে' দিয়ে যেতে পারলে তবে মনটা সুস্থির হয়। আমার শিষ্য মহেন্দ্রটি অতি সৎপাত্র—ভাবছি তারই সঙ্গে শুভদিনে তোমার বিবাহ দিব। সে যেমন ধীর, শান্ত, তেমনি তার বুদ্ধি ও মেধা—উপনিষৎ প্রায় শেষ করেছে। মহেন্দ্র আজ এখনও পড়্‌তে এল না কেন ?

সুভদ্রা। বাবা, আমার জন্য কিসের ভাবনা ? আশীর্ব্বাদ কর আমি বরাবর যেন তোমার সেবা করতে পারি। তুমিইত শিখ্‌য়েছ যে যিনি প্রাণ দিয়াছেন সেই ভগবান শ্রীহরিই আমাদের ভাবনা ভাবেন, মানুষ ভেবে কিছুই করতে পারে না। তুমিইত শিখ্‌য়েছ, তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই নাই।

মাধব। হ্যাঁ মা ঠিক্ বলেছ— সত্যই তিনি মঙ্গলময়; আমরা অল্পবুদ্ধি, তাই বুঝতে না পেরে সময়ে সময়ে দুঃখ ও শোকে কাতর হই। মা সন্ধ্যার সময় একটু হরিনাম কর, শুনে ধন্য হই।

সুভদ্রার গীত

এসহে হৃদয়ে হৃদয়নাথ প্রকাশি' পুণ্য জ্যোতি,
ঘুচায়ে নিবিড় আঁধার কালিমা, ফিরায়ে দুর্ব্বল মতি।
শিখাও আমারে শিরে তুলে নিতে, হাসি মুখে তব দান,
ভাল কি মন্দ বিচার না করি' তোমাতে সঁপিয়ে প্রাণ,
তুমি যে সকল মঙ্গল আলয় নিখিল বিশ্বের গতি।
এ মর জগতে দুদিনের তরে, দুঃখ শোক যদি আসে
মায়া মোহ বশে দুনয়ন মোর যদি বা কখন ভাসে,
মুছায়ো নয়ন অনন্ত স্মরা'য়ে দয়া করে বিশ্বপতি।

কোতোয়ালের প্রবেশ

কো। বাঃ কি মিষ্টি গলা! সেলাম মিশ্রি জি।

মা। বাপু, সন্ধ্যার সময় একটু ভগবানের নাম শুন্‌ছি তাতেও কেন বাধা দাও। এখানে তোমার আস্‌বার কোনও দরকার নাই। অনেকবার বলেছি, আবার বল্‌ছি।

কো। দরকার না থাক্‌লেই কি এসেছি। আচ্ছা, আমিও আর বারবার আস্‌বো না। একটা সাফ্ জবাব দাও, তোমার মেয়েকে আমায় দেবে কি না? আমি তাকে নিকে কর্‌বো, খুব যত্নে রাখ্‌বো, কোনও কষ্ট হবে না।

মা। কি আপদ! কেন একশবার বিরক্ত কর, তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও।

কো। দেখ ব্রাহ্মণ! তুমি গরীব, না হয় দু দশ টাকা নাও, নিয়ে মেয়েটিকে দাও। আরও কিছু বেশী চাও, তাও দিতে রাজি আছি।

মা। কোতোয়াল সাহেব, আমি গরীব বলে কি আমার ধর্ম্ম নাই, মান নাই, মনুষ্যত্ব নাই? গরীবরা কি এতই অপদার্থ? নিশ্চয় জেনো প্রাণ থাক্‌তে তোমার পাপ প্রস্তাবে রাজি হ'ব না।

কো। ভাল কথায় রাজি না হও, জবরদস্তি কর্‌তে হ'বে।

মা। বাদশা নসিরুদ্দিনের আমলে জবরদস্তি নাই, প্রজাদের উপর অত্যাচার নাই। জবরদস্তি কর্‌তে কা'রো সাহস হ'বে?

কো। বাদ্‌শা কি আর, কোথায় কি হচ্চে সব দেখ্‌তে পান না শুন্‌তে পান?

মা। শুনেছি যেখানে যা হয় বাদ্‌শা সব খবর রাখেন। আচ্ছা, দুনিয়ার, মালিক ভগবান ত সব দেখ্‌চেন, তাঁকেও কি তোমার ভয় হয় না?

কো। মিশ্রি জি, আমি তোমার কাছে ধর্ম্মকথা শুনতে আসিনি, সুভদ্রাকে দেবে কি না বল?

মা। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

কো। ভাল, তবে আমার দোষ নাই। (সঙ্কেতসূচক শব্দ করণ ও ডুলি লইয়া ৪।৫ জন ব্যক্তির প্রবেশ) স্যাখ, তোমরা এই বুড়োর হাত পা মুখ বেঁধে ফেল। সুভদ্রা, তোমার নরম হাত মুখ বেঁধে তোমায় কষ্ট দিতে চাইনি, তাতে আমারও কষ্ট হ'বে। তাই বল্‌ছি, আস্তে আস্তে এই ডুলিতে ওঠ।

সু। পাপিষ্ঠ, দাঁড়া বঁটি এনে এখনি তোর মুণ্ডপাত করছি (গমনোদ্যতা)।

কো। (বাধা দিয়া) তোমার রূপেতেই ত আমার মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছ আর বঁটি আন্‌তে হবে না। একান্তই যখন শুন্‌বে না, তখন হাত মুখ বেঁধে কষ্ট দিতে হ'ল।

(তথাকরণ ও বৃদ্ধকে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান)

জনৈক ফকিরের প্রবেশ

ফ। আল্লা ধন্য তোমার শক্তি, ধন্য তোমার মহিমা! হীরকের ন্যায় ঐ যে অসংখ্য তারকা আকাশে দেখা যাচ্ছে, কি আশ্চর্য্য! তাহার প্রত্যেকেই এক একটী সূর্য্য! উঃ কত কোটী কোটী সূর্য্য! কত কোটী কোটী গ্রহ। আবার লাল, নীল, হল্‌দে, কত রং বেরঙের সূর্য্য রয়েছে! কি অদ্ভুত ব্যাপার, কি অনন্ত বিশ্ব! (চমকিত হইয়া) ও কি, মর্ম্মান্তিক কাতর শব্দ কোথা থেকে আস্‌ছে? বোধ হচ্ছে যেন এই কুটীর থেকে। যাই দেখিগে ব্যাপারটা কি। (কুটীরে প্রবেশ করিয়া) একি! এ বৃদ্ধের মুখ, হাত, পা বেঁধে এ অবস্থা কে কর্‌লে! (বন্ধন মোচন)।

মা। ফকির সাহেব, তুমি আমার বন্ধন মোচন করে প্রাণ দান না দিয়ে যদি আমার প্রাণ নাশ কর্‌তে তবে ভাল হ'ত। তুমি সাধু পুরুষ তাই আমার এ দুর্দ্দশা দেখে দয়া হ'য়েছে। কিন্তু আমার আর বাঁচতে সাধ নাই। ভগবান, শেষে এই হ'ল!

ফ। কেন তোমার কি হয়েছে বল, যদি আমার সাধ্য থাকে তোমার উপকার করতে চেষ্টা করবো।

মা। ফকির সাহেব, আমার উপকার করা তোমার সাধ্যাতীত।

ফ। যদি সাধ্যাতীত হয় তা হ'লে নাচার। তবু শুন্‌তে দোষ আছে কি?

মা। না, শুন্‌তে দোষ নাই, তবে শুনে তোমার মনে কষ্ট হ'বে মাত্র। বল্‌ছি শোন। আমার অন্ধের যষ্ঠী স্বরূপ সুভদ্রা নামে এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। এই পল্লির কোতোয়াল তাকে হস্তগত কর্‌বার জন্য আমায় অনেক লোভ দেখায়, আমি তার পাপ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় সে এই কতকক্ষণ হ'ল আমায় বেঁধে রেখে সুভদ্রাকে

ডুলি করে নিয়ে গেছে। আমার নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক হ'ল। হায়! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

ফ। বৃথা দুঃখ করে কোনও ফল নাই। আমার সঙ্গে এস, তোমার কন্যার সন্ধান করে যদি উদ্ধার করতে পারি।

মা। সন্ধান করা কঠিন নয়, কিন্তু উদ্ধার করা তোমার অসাধ্য!

ফ। আল্লার মেহেরবানি থাকলে সামান্য মানুষের দ্বারাও অনেক অসাধ্য সাধন হয়। আর বৃথা সময় নষ্ট করে কাজ নাই। আমার সঙ্গে এস।

(প্রস্থান)

মহেন্দ্রের প্রবেশ

ম। আজ একটু আস্তে বিলম্ব হ'য়েছে, কিন্তু একজন রোগীর সেবা করতে গিয়ে যে বিলম্ব হ'য়েছে, এ কথা শুনে গুরুদেব অসন্তুষ্ট না হ'য়ে বরং সন্তুষ্টই হবেন। (কুটিরে প্রবেশ করিয়া) একি! কেউ নাই! কোথাও ত যাবার কথা ছিল না। তবে কি কোনও অমঙ্গল ঘটেছে নাকি? নিশ্চয় এ পাপিষ্ঠ কোতোয়ালের চক্রান্ত! হায় গুরুদেব শেষে এই হ'ল! সুভদ্রা, সুভদ্রা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! এখন কি করি, আমি অসহায় ব্রাহ্মণ, ভগবান তুমি ত অসহায়ের সহায়। তবে আমার হতাশ হবার কারণ নাই। যাই গুরুদেবের সন্ধানে যাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুন্নাবাইএর গৃহ

মুন্নাবাই, আমির খাঁ, ওসমান খাঁ ও অন্যান্য ওমরাহগণ

আ। বাইজি, তোমার গান শোনবার জন্য আমরা এখানে এসেছি. বাদশার কাছে থেকে থেকে আমাদেরও প্রাণটা একেবারে তাঁর মত

নীরস হ'য়ে আস্‌ছে। নাচ, গান, স্ফূর্ত্তি, টুর্ত্তি বাদশার আমলে দরবার থেকে একেবারে উঠে গেছে। কাজেই আমাদের তোমার আশ্রয় নিতে হয়।

মু। সে ত আমার সৌভাগ্য। আচ্ছা, বাদ্‌শা কি নাচ গান ভাল বাসেন না?

ওস। বাসেন কি না তিনিই জানেন, আমরা ত তার কোনও পরিচয় পাই না। সন্ধ্যার পর নাচ গান দূরে থাক, বাদশা জন কতক মৌলবী, কখন বা উজিরদের নিয়ে ধর্ম্মচর্চ্চা, নয়ত সরকারী কাজকর্ম্মের চর্চ্চা করেন। আমোদ প্রমোদ দিল্লী থেকে এক রকম উঠে গেছে, বিশেষতঃ বাদশার সভা থেকে।

ওম। যা বলেছ, বিনা স্ফূর্ত্তিতে প্রাণটা যেন শুকো পুকুরের মত হ'য়ে গেছে। মুন্নাবাই তোমার এক আধটা গান শুনিয়ে সুধাবৃষ্টি কর।

মু। যো হুকুম।

গীত

সারা নিশি জাগি', বঁধু তোমা লাগি, ফেলিয়াছি আঁখি ধারা,
আকুল পিয়াসা, দারুণ নিরাশা, বহিয়ে হইনু সারা।
ঝরিল সাধের বকুল-হার
ছিঁড়িল মরম-বীণার তার
চাঁদিনী যামিনী হইল আঁধার, হৃদি চাঁদে হ'য়ে হারা।
বারেক যদি গো নিশি শেষে এসে
তুষিতে সাদরে অধিনীরে হেসে,
অবশ পরাণ মোহন পরশে, করে বঁধু মাতোয়ারা,
স্বপনের দেশে, ভেসে ভেসে ভেসে
পরাণে পরাণে প্রেমের আবেশে
যাইতাম মিশে যুগলমিলনে হইয়ে চেতানহারা।

আ। বাঃ বেশ। একটা মতলব ঠাউরেছি, কি বল তোমরা ?

ও। আগে মতলবটাই কি শুনি, তবে ত মতামত প্রকাশ ক'রবো।

আ। মতলবটা হচ্ছে এই—মুন্নাবাইএর এমন রূপ, এমন গলা, যদি একবার কোনও সুযোগে বাদ্‌শার কাছে মুন্নাকে হাজির করা যায়, তা হ'লে বোধ হয় বাদ্‌শার প্রাণে একটু রস আসে, একবার তাঁকে আমোদের তুফানে এনে ফেল্‌তে পার্‌লে হয়, তারপর আর যাবেন কোথা ? কেমন মুন্না, বাদশাকে বশ কর্‌তে পার্‌বে ত ?

মু। বাদ্‌শা ত পুরুষ বটে, তবে আর বশ করা শক্তটা কি ?

৩য়। না বাইজি, বাদ্‌শা আমাদের মত পুরুষ নয়, তাঁকে বশ করা ততটা সহজ নয়। পার যদি ভালই, কিন্তু পার্‌বে ব'লে আমার ত বিশ্বাস হয় না।

মু। নিজের জাঁক ক'রতে নাই, কিন্তু আপন মেয়েমানিতে, মুন্না অনেককে বশ কর্‌তে পেরেছে

ও। তার ত সাক্ষী আমরা, তবে সকলেই কি আর আমাদের মত ?

মু। পুরুষ প্রায় সবই সমান, তবে কারও বা একটু চক্ষুলজ্জা বেশী, কারও একটু কম।

৩য়। ভাল দেখা যাবে কতদূর কৃতকার্য্য হও, কিন্তু আমরা বাদ্‌শাকে বিলক্ষণ জানি, তাই বল্‌ছি যে কাজটা তত সহজ নয়। রমণীর রূপে বাদ্‌শার মন টলে না। এক বেগম ছাড়া তিনি অন্য নারীর মুখও দেখেন না। এক নারীতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এমন বাদ্‌শা এ পর্য্যন্ত জন্মান নি, জন্মাবেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ—কোথাও পাবে না, সেই জন্য হিন্দুরাও বাদ্‌শাকে রাজর্ষি বলে।

আ। যা হ'ক, মুন্না তোমায় একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে হ'বে।

মু। আমার চেষ্টার ক্রটি হ'বে না, কিন্তু বাদ্শার দর্শন পাব কোথায় ?

আ। সেই এক কথা—তোমাকেও সেথায় নিয়ে যাবার যো নাই, বাদ্শাও এখানে আসবেন না। একটা যা'হক মতলব আঁটা যাবে. এখন তবে আসি।

(মুন্না ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মু। এমনও পুরুষ কেউ আছে না কি ? কই এ পর্য্যন্ত ত দেখ্লেম না। বাদশা যদি বাস্তবিকই যে রকম শোনা গেল. সেই রকম হন, তাতেই বা ক্ষতি কি ? বরং এমন লোক বশ করতে পার্লে বেশী বাহাদুরী নিরাহ হরিণ বা খরগোষ শিকারের চেয়ে বাঘ মার্তে পারলে শিকারীদের বেশী আমোদ! রমণীর হাবভাব ও রূপে মজেনা এমন পুরুষ আছে না কি ?

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কোতোয়ালের গৃহ

কোতোয়াল ও সুভদ্রা

সু। পাপিষ্ঠ, আমায় ছেড়ে দে। আমার বৃদ্ধ পিতার যে আর কেউ নাই। হায়, তাঁকে তোরা যে কষ্ট দিয়াছিস্ এতক্ষণ বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ। কোতোয়াল সাহেব. তোমার শরীরে কি একটু দয়া নাই। আমি তোমায় মিনতি ক'রে বল্ছি আমায় ছেড়ে দাও, ভগবান তোমার ভাল ক'র্বেন। নইলে অনন্ত নরকে যেতে হ'বে।

কো। সুন্দরি, তুমি যেখানে সেই ত স্বর্গ। আপাততঃ ত স্বর্গ ভোগ করি, পরে যেখানে যেতে হয় যাওয়া যাবে এখন থেকে তার ভাবনা কেন? তোমার বাবার জন্য যদি এত কষ্ট হয় আমি না হয় আমার লোক পাঠাচ্চি—তার বাঁধন খুলে দিয়ে, কিছু টাকা সঙ্গে দিয়ে বুড়োকে কাশী পাঠিয়ে দিচ্চি। কেমন ভাল কথা নয়?

(একজন শান্তিরক্ষক সহ ফকির ও মাধবের প্রবেশ)

শা। ফকির সাহেব, এই কোতোয়াল সাহেবের বাড়ি; আমি তবে এখন যেতে পারি?

ফ। তুমি যে আমার কথায় এতদূর পর্য্যন্ত এসেছ, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আর একটু অপেক্ষা কর, আমরা এইখানে দাঁড়াই তুমি কোতোয়াল সাহেবকে একবার বাহিরে ডাক।

শা। (দরজার কাছে গিয়া) কোতোয়াল সাহেব একবার বাহিরে আসবেন কি? এক ফকির সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

(কোতোয়ালের বাহিরে আগমন ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

কো। সেলাম ফকির সাহেব, আমার খুব নসীব জোর, আপনি মেহেরবানি ক'রে যে আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ আমার বড়ই সৌভাগ্য বল্‌তে হ'বে। এখন কি কর্‌তে হুকুম হয়?

ফ। এই ব্রাহ্মণকে চেন?

কো না—হ্যাঁ—চিনি। কেন?

ফ। ওর কন্যাকে জোর ক'রে এনেছ?

কো জোর ক'রে যে আন্‌তে হ'বে তার মানে আছে কি? সে কি নিজের ইচ্ছায় আস্‌তে পারে না।

ফ। সে কথার জবাব দিতে চাই না। আচ্ছা, তুমি এই বৃদ্ধকে মুখ হাত পা বেঁধে রেখে চলে এসেছিলে?

কো। তার প্রমাণ কি? আর ফকির সাহেব, আপনারই বা ও সব কথায় দরকার কি?

ফ। দরকার যাই হ'ক না কেন, ব্রাহ্মণের কন্যাকে ফিরিয়ে দাও।

কো বাঃ তাও কি কখন হয়। আর আপনি ওই কাফেরের কথায় বিশ্বাস ক'রে মিছামিছি আমায় দোষ দিচ্ছেন কেন?

ফ। তুমি দোষ ত গুরুতর ক'রেছ, তার উপর মিথ্যা কথা বলে পাপ বাড়াচ্চ। এতে কি তোমার ভাল হ'বে মনে কর? বাদ্‌শার কাণে এ কথা উঠ্‌লে কি তোমার শাস্তি হবে না। খোদা কি সব দেখছেন না?

কো। বাদ্‌শার কাণে কি সব কথা পৌঁছায়, আর পৌঁছালেই বা কি তিনি আপনার মত, কাফেরের কথায় বিশ্বাস করবেন? আর একান্ত করেন, তবে তখন যা'হক করা যাবে, এখন তার ভাবনা কেন?

ফ। তুমি তা হ'লে বৃদ্ধের কন্যাকে ফিরিয়ে দিচ্চ না?

কো। না, মাপ করবেন।

ফ। শান্তিরক্ষক, তুমি এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে নিয়ে এস।

শা। ফকির সাহেব, তা কি ক'রে হবে? আমি কোতোয়াল সাহেবের গোলাম, তাঁকে আমি বাঁধ্‌বো কার হুকুমে?

ফ। কার হুকুমে? এই দেখ (নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদর্শন)

শা। (ভয়ে ও বিস্ময়ে) বাদ্‌শা নসিরুদ্দিন!

মা। অ্যাঁ বাদ্‌শা!

কো। বাদ্‌শা! (পদধারণ পূর্ব্বক) জাঁহাপনা, কস্তুর মাপ করতে হুকুম হয়।

ফ। এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তোমায় চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা গেল, সুধু তাই নয়—তিন বৎসর কারাবাস ক'রতে হবে। এখন এই ব্রাহ্মণের কন্যাকে হাজির কর।

(কোতোয়ালের ভিতরে গমন)

মা। দিল্লীশ্বর, ধর্ম্মাবতার, আমার মুখ দিয়ে কথা সর্‌ছে না, আমি যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্চি না। চিন্‌তে না পেরে যে সব অপরাধ করেছি, নিজগুণে ক্ষমা ক'র্‌তে আদেশ হয়। আজ আমি সাধু, রাজর্ষিপ্রকৃতি দিল্লীশ্বরের দর্শন পেয়ে চরিতার্থ হলেম।

(সুভদ্রাকে লইয়া কোতোয়ালের পুনঃ প্রবেশ)

সু। (ছুটিয়া আসিয়া) বাবা, বাবা, আর যে তোমায় দেখ্‌তে পাবো, মনে করিনি। আহা পাপিষ্ঠ হাত পা বেঁধে তোমায় কত কষ্ট দিয়েছে!

মা। মা, যাঁর কৃপায় আজ তোমায় ফিরে পেলেম, যাঁর গুণগান প্রজাদের ঘরে ঘরে শুন্‌তে পাও, সেই প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্বগুণে ভূষিত পবিত্র আত্মা দিল্লীশ্বরকে অভিবাদন কর—ফকির বেশে তিনি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

সু। আঁ! দিল্লীশ্বর! (অভিবাদন পূর্ব্বক) জাঁহাপনা, কশুর মাপ হয়। অল্পমতি বালিকার অকপট কৃতজ্ঞতা দিল্লির বাদশা অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ ক'র্‌বেন কি?

ফ। তোষামোদ কিম্বা বহুমূল্য উপহার অপেক্ষা সরল হৃদয়ের অকপট ভক্তি আমার অধিকতর প্রিয়। আল্লা আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাই যদি ভালরকম করে সম্পন্ন ক'র্‌তে পারি, তবেই নিজের তৃপ্তি।

মা। ভগবান দিল্লীশ্বরকে দীর্ঘজীবি করুন। একটি প্রার্থনা ক'র্‌তে পারি কি ?

ফ। কি প্রার্থনা ?

মা। আমার কন্যাকে যখন জাঁহাপনার কৃপায় ফিরে পেলেম, তখন আমার ইচ্ছা নয় যে কোতোয়াল সাহেব কারাদণ্ড ভোগ করে বা চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়। তার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে, জীবনে কখন ভুল্‌তে পার্‌বে ব'লে মনে হয় না।

ফ। তার অপরাধ গুরুতর, এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে তিন বৎসর সে যদি নজরবন্দী ভাবে থেকে সচ্চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে, তাহ'লে আপাততঃ তার কারাবাস রদ ক'র্‌তে পারি।

কো জাঁহাপনা, একবার যদি আমায় সুযোগ দিতে হুকুম হয়, আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, তিন বৎসর কেন দশ বৎসর নজরবন্দীর থেকে জাঁহাপনাকে খুসী ক'র্‌বো।

ফ। আচ্ছা, তাই হবে। সাবধান আর যেন কখন তোমার বিপক্ষে কোন কথা শুন্‌তে না হয়! যাহাদের উপর শান্তিরক্ষার ভার, তারাই যদি শান্তি ভঙ্গ ক'রে, তবে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

(প্রস্থান)

কো। ব্রাহ্মণ, তোমার ক্ষমার কথা ভুল্‌বো না। আজ থেকে আমি তোমা গোলাম।

মা। কোতোয়াল সাহেব, তোমার প্রতি আমার শত্রুতা নাই, জীবনে কাহারও প্রতি শত্রুতা আচরণ করি নাই। তুমি যে আজ থেকে ধর্ম্ম পথে চ'ল্‌বে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে, শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম, দেখো যেন প্রতিজ্ঞার কথা ভুলোনা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমার সুমতি হ'ক।

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

ম। এই যে গুরুদেব এখানে! যা ভেবে ছিলেম তাই? ব্যাপার কি শীঘ্র বলুন।

মা। বৎস, চল ঘরে চল, সব বল্‌বো। আজ সাধু দেবপ্রতিম বাদ্‌শার কৃপায় ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, চল আগে ভগবানের নিকট তাঁর মঙ্গল কামনা করিগে, পরে সমস্ত ঘটনা ব'ল্‌বো।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য

ললিতের বাটী

ললিত ও লবঙ্গলতার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

ল। "ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে"

লব। "মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে"।

ল। "বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে"

লব। "নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং সখি বিরহী জনস্য দুরন্তে।"

ল। হ্যাঁ দ্যাখ লবঙ্গ, একটু আমায় বাতাস কর, আর আপাততঃ এক-ঘটী মিছরির সরবৎ ও দশ চল্লিশটা সন্দেশ এনে দিয়ে পরে গণ্ডা পাঁচিশ লুচি ভেজে দিও, খেয়ে বাঁচা যাবে। যুদ্ধে গিয়ে অবধি ত আর খাওয়া দাওয়া হয় নি!

লব। তুমি যে যুদ্ধে গেছলে তাই আমার বিশ্বাস হয় না।

ল। সে কি? তুমি কি আমায় এত অবিশ্বাস কর? যদি যুদ্ধে যাইনি ত এতদিন ছিলেম কোথা?

লব। কোথায় লুকিয়ে টুকিয়ে ছিলে, যুদ্ধ শেষ হ'তে অজ্ঞাত বাস ছেড়েছ?

ল। হ্যাঁ দ্যাখ লবঙ্গ, ডালচিনি, ছোট এলাচ, আমার কিন্তু ক্রমে রাগ বাড়্‌ছে। আমার বীরত্বের কথা নিয়ে সহরময় হৈ চৈ পড়ে গেছে—আমি না থাক্‌লে রাজার জয়লাভ হ'ত কিনা সন্দেহ, আর তুমি কিনা বল আমি লুকিয়ে ছিলাম।

লব। রাজবাড়ীতে তোমার বীর ব'লে ত নাম কখনও শুনিনি, পেটুক নাম খুব আছে বটে।

ল। সেও কি কম বীরত্ব! কই তুমি একটা আস্ত কাঁঠাল, কিম্বা সের দুই মিষ্টান্ন খাও দেখি? আর তা'ও যে খাই সে কেবল নারায়ণকে তৃপ্ত করবার জন্য। জান ত ইচ্ছা নারায়ণ, আমার যখন খেতে ইচ্ছে হয়, সমস্ত খাদ্য সাগ্রী নারায়ণকে ভক্তিভরে নিবেদন ক'রে দিয়ে তারপর তাঁর প্রসাদ পাই।

লব। আচ্ছা, আর আমার কাছে বড়াই ক'রে কাজ নাই! হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল কথা—আজ সন্ধ্যার সময় তোমায় যে রাজ বাড়ীতে তলব হ'য়েছে, বল্‌তে ভুলে গেছি।

ল। তাই নাকি? তবে আর তোমার এখানে খাবার আয়োজন করতে হ'বে না। সেখানেই আহারাদি হ'বে। দেখ্‌লে আমার কত খাতির। তবে এখন আসি।

লব। তা, এস, কিন্তু খুব সাবধানে। জাফর খাঁর চর নাকি চারিদিকে ঘুরচে, একলা পেলে নাকি রাজার পক্ষের লোকদের ধরেও নিয়ে যাচ্ছে।

ল। তাই নাকি? তা' আমার আর তাতে ভয় কি? তলোয়ার খানা দাও ত দেখি। একি পেট্‌টা হঠাৎ কেমন করে উঠ্‌লো। উঁহু, আজ আর রাজবাড়ী যাওয়া হ'ল না দেখ্‌ছি, কাল সকালেই যাওয়া যাবে।

লব। সে কি? পেট্‌টা কেমন ক'রে উঠলো, না বুকটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো। বোঝা গেছে তোমার সাহস।

ল। বটে—তবে এই চল্লুম, যদি না ফিরি জান্‌বে তুমি বিধবা হ'য়েছ। (তরবারি লইয়া প্রস্থান)

লব। যত বড়াই আমার কাছে। আমি যেন আর ওঁর সাহসের পরিচয় পাইনি—উঁনি আবার যুদ্ধে যাবেন!

ললিতের পুনঃ প্রবেশ।

কি ফিরলে যে?

ল। আরে বর্শাটা নিয়ে যাওয়া হয় নি, এনে দাও। এক হাতে বর্শা দিয়ে এম্‌নি করে' বিঁধ্‌বো, আর এক হাতে এমনি ক'রে তলোয়ার দিয়ে কচাকচ, যেন কচুগাছ। বুঝ্‌লে ত? হ্যাঁ বর্শাটা এনে দাও।

লবঙ্গের প্রস্থান ও বর্শা লইয়া পুনঃ প্রবেশ)।

লব। এই নাও বর্শা।

ল। হ্যাঁ দাও, তবে আমি চল্লুম। দেখো খুব সাবধানে থেকো। আরে ক'রেছ কি? একটা ঝামা কি পাথর দাও, তলোয়ার খানা একেবারে মরচে পড়ে রয়েছে (বসিয়া তলোয়ার পরিষ্কার করণ)

লব। বেস্‌ যা হ'ক—এখন তলোয়ার সাফ করতে বস্‌লে, তা হ'লে রাজবাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই?

ল। আহা হা ব্যস্ত হও কেন? যাচ্চি তোমার কি ইচ্ছে আমি বিনা যুদ্ধে শত্রুর হাতে মারা যাই।

লব। বালাই আমার অমন ইচ্ছে হ'বে কেন? (ঘরে ভিতর বাসনের শব্দ শুনিয়া) ওকি বাসন নাড়ে কে? চোর এল নাকি?

ল। দেখ্‌লে ভাগ্যে আমি যাইনি, নইলে তুমি ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তে।

লব। তা তুমি আছ ভালই হ'য়েছে, চোরটাকে ধর নইলে বাসন কোসন সব যে যা

ল। তা যাচ্চি, তবে কি জান চোরের হাতে সিঁদকাটি—সময়ে সময়ে ছোরা থাকে—জান বোধ হয় ?

লব। থাক্‌লেই বা, তোমারও ত হাতে বর্শা ও তলোয়ার রয়েছে।

ল। কই, আর ত বাসনের শব্দ শোনা যাচ্চে না—বোধ হয় চোর পালিয়েছে।

লব। না না, ঐ শোন ফের শব্দ হচ্চে, শিগ্‌গির চল।

ল। আচ্ছা লবঙ্গ, বল্‌ছিলেম কি, খান কতক বাসন বই ত নয়. চোরের নিশ্চয় দরকার হয়ে থাক্‌বে—আহা গরীব বেচারা। তা—নিয়ে না হয় গেলই।

লব। এই বুঝি তোমার সাহস, তবে তুমি থাক আমিই যাচ্চি।

ল। কি বল্লে আমার সাহস নেই ? চল একটা আলো নিয়ে এগিয়ে চল—আমি তোমার পেছনে পেছনে যাই, চোর বেটা যাতে পেছন থেকে এসে তোমার ঘাড়ে না পড়ে, সাম্‌নে দিয়ে এলে কি আর রক্ষে আছে।

লব। আর তোমার বীরত্বে কাজ নেই, বোঝা গেছে। চোর আসেনি, তোমার সাহস দেখ্‌বার জন্য আমি ঝিকে বাসন নাড়্‌তে বলে এলুম। তোমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। এখন বর্শা তলোয়ার রেখে স্বচ্ছন্দে রাজবাড়ী যাও, শত্রু টত্রু কেউ নেই, সেও আমার সাজান কথা।

ল। সাজান কথা! তাই ত বলি আমার রাগ হচ্ছেল না কেন ? যথার্থ বিপদ থাক্‌লে, দেখ্‌তে আমার সাহস আর বীরত্ব কি রকম তেজে প্রকাশ পেত, যেন সাক্ষাৎ ভীম! তবে এখন চল্লুম।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

রাজা, হীরাসিংহ, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণ।

রা। মন্ত্রি, ঘোষণা ক'রে দাও, আর আমরা অযোধ্যার শাসন কর্ত্তা জাফর খাঁ কিম্বা তার মনিব দিল্লীর বাদ্শার অধীন নই। এখন আমরা স্বাধীন। জাফর খাঁ এবার যুদ্ধে যে রকম পরাজিত হয়েছে, আর যে, সে আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে মনে হয় না। রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও, বিজয় লক্ষ্মীর পূজার জন্য সাতদিন নগরময় যেন আনন্দ স্রোত বয়, প্রজাদের দুইমাসের খাজনা মাপ করা গেল। তারা উৎসবে যোগ দিক্।

ম। যে আজ্ঞা ; এখনি ঘোষণা করে দিচ্ছি। আমাদের জয়লাভ হওয়াতে সকলেই আনন্দে মগন, সকলেরই মুখে হাসি।

রা। কই, ললিত এখনও এলনা, একটু রঙ্গ করা যেত।

ম। এখনি আসবে ডেকে পাঠান হ'য়েছে।

রা। হীরাসিং, তোমাকে আজ একটু বিমর্ষ দেখ্ছি কেন ?

হী। কই না, বিমর্ষ তেমন নয়। তবে ভাব্ছি যে জাফর খাঁ আবার যদি আসে—

রা। আর আস্‌বে ব'লে বোধ হয় না—কারণ তার প্রায় দশ হাজার সৈন্য হত হ'য়েছে। আর যদিই বা আসে, রাজপুত কি যুদ্ধে ভীত?

হী। না যুদ্ধে রাজপুত ভীত নয় জানি, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তাই ভাব্‌ছি।

১ম সভা। যুদ্ধ কোথা তার ঠিক নেই এখন থেকে তার ফলাফল ভেবে কি হ'বে। এখন একটু আমোদ করা যাক। নাচওয়ালীরা বাইরে অপেক্ষা কর্‌ছে, অনুমতি হয় ত আস্‌তে বলা যায়।

রা। বেশ! আস্‌তে বল একটু গান শোনা যাক্। হীরা সিং সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনা ছেড়ে, একটু আনন্দে যোগ দাও।

হী। (স্বগত) আনন্দ! এ আনন্দে আমি কেমন ক'রে যোগ দিব। যেদিন তোমার ঐ সিংহাসনে আমি বস্‌বো সেইদিন আমোদে যোগ দিব। (প্রকাশ্যে) আমার শরীরটা আজ একটু খারাপ আছে, আমি এখন আসি।

(প্রস্থান)

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

কেননা হইলে বঁধু রতনের হার
যতনে থাকিতে সুখে হৃদে অনিবার।
হ'লেনা কেন গো মাথার ফুল, অথবা কানের সোনার দুল,
মিটিত বাসনা মোর আকুল হিয়ার।
হ'ত যদি বঁধু হাতের বালা, ঘুচিত তা হলে সকল জ্বালা,
তিলেক বিচ্ছেদ কভু হ'ত নাক আর।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

ললিতের প্রবেশ

রা। কিহে ললিত, এত বিলম্ব কেন ?

ল। আজ্ঞে মনের দুঃখে এক পা এগোই আর দশ পা পেছোই, তাইতে দেরি হয়েছে।

রা। কেন মনের দুঃখ তোমার আবার কিসের ? আর এক পা এগিয়ে যদি দশ পা পেছিয়ে থাক, তা হ'লে এখানে পৌঁছলেই বা কি ক'রে ?

ল। আজ্ঞে, শেষটা পেছন ফিরে এই দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেম আর মনের দুঃখ সে আপনাদের কৃপায়। রাজ বাড়ীতে মাসে একদিন পাত পড়ে কিনা সন্দেহ, অথচ নাম দিয়েছেন "পেটুক"।

রা। সে কি ? তোমার "পেটুক" নাম দিয়েছি কে বল্লে ?

ল। আজ্ঞে খুব বিশ্বাসী লোকই বলেছে।

রা। কে সে বিশ্বাসী লোক ? কই আমি ত তোমার পেটুক নাম দিই নাই।

ল। মহারাজ, সে বিশ্বাসী লোক আমার গিন্নি—মাপ করবেন, তার কথা অবিশ্বাস ক'রে আপনার কথা বিশ্বাস করি কি ক'রে ? গৃহিণীর কথা বেদ বাক্যের সমান। সে বলেছে রাজ বাড়ীময় আমার পেটুক নাম জাহির হয়েছে।

১ম স। কই আমরা ত কিছুই শুনিনি, তবে বোধ হয় তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে রহস্য করেছে।

ল। আমার সঙ্গে রহস্য ? সে আমার ভয়ে কেঁচো, কথা কইতেই সাহস করে না, আবার রহস্য করবে ?

রা। রাণীর কাছে ত শুনি তুমিই তার ভয়ে কেঁচো, সে তোমার ভয়ে কেঁচো, তা ত কখন শুনিনি।

ল। এই দেখুন মহারাজ, সাধে কি বলি গৃহিণীর কথা বেদ বাক্য—আমার কথা আপনার বিশ্বাস হ'ল না, কিন্তু মহারাণীর কথা বিশ্বাস হ'ল।

রা। ললিত, আমায় পরাস্ত করেছ বটে। যাক্ ও কথা ছেড়ে দাও আজ থেকে রোজ রাত্রে রাজবাটীতে তোমার নিমন্ত্রণ থাকবে, তাতে সন্তুষ্ট ত?

ল। খুব, খুব, জয় হ'ক মহারাজের।

রা। আচ্ছা এখন তবে সভা ভঙ্গ করা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্গল রাজপথ

নাগরিক বালকগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

প্রণমি মাত জনম ভূমি অসীম স্নেহ শালিনী,
স্বরগ অধিক গরবে মান্যে, ধন ধান্যে পালিনী।
আছে ত অনেক দেশ ধরায়, তাদের নামেতে শিরায় শিরায়
বহেনা কেন গো অমৃত প্রবাহ প্রীতি ভক্তি দায়িনী।
তোমার বাতাসে, তোমার জলে. তোমার আকাশে তোমার স্থলে
জানি না কি আছে স্বরগ সুধা, প্রাণের তৃষ্ণা নাশিনী।

তৃতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা

জাফর খাঁর গৃহ—জাফর খাঁ চিন্তামগ্ন

জা। কাফেরের কাছে পরাজয়? বাদ্‌শা কি বল্‌বেন? তাঁর কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? আমার দশ হাজার সৈন্য হত ও আহত, শত্রু পক্ষের মোটে দুই হাজার! ছি ছি, কি লজ্জা! গৌতম সিং তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই জাফরখাঁর হাত থেকে উদ্ধার পেলে; কিন্তু স্থির জেনো, জাফরখাঁ যতদিন জীবিত থাক্‌বে, তোমার শান্তি নাই, ছলে হ'ক, বলে হ'ক তোমায় শাস্তি দিবই দিব। কিন্তু কি উপায়ে? কিছুই ত ঠিক করতে পারছি না?

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃ। জনাব, হীরাসিং নামে রাজার এক আত্মীয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চায়, বলে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জা। আচ্ছা, আস্‌তে বল। (ভৃত্যের প্রস্থান) হীরা সিংএর আমার সহিত কি প্রয়োজন, কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

হীরা সিংএর প্রবেশ

হী। বন্দেগি জনাব, বিশেষ ব্যস্ত আছেন কি?

জা। না তেমন ব্যস্ত নয়। আপনার প্রয়োজন?

হী। প্রয়োজন একটু আছে, কিন্তু এস্থান নিভৃত ত?

জা। হ্যাঁ, এখানে কেউ নাই, আপনার যা বল্‌বার থাকে সচ্ছন্দে বল্‌তে পারেন।

হী। রাজা গৌতমসিং আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে—নগরে বিজয়োৎসবে সবাই মগ্ন। আপনি কি এ অপমান নীরবে সহ্য করবেন? প্রতিহিংসা চান না?

জা। প্রতিহিংসা? প্রতিহিংসা চাইনা? কিন্তু আপনার মতলব কি খুলে বলুন। আপনি প্রতিহিংসার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

হী। ব্যস্ত কেন? গৌতমসিং অর্গলের রাজা কেন? আমি নয় কেন? সে যদি আমার পথে কণ্টক না হ'ত, তা হ'লে আমিই অর্গলের রাজা হ'তে পারতেম। কিন্তু তা হ'ল না—এখনো সে কণ্টক উদ্ধার কর্‌তে পার্‌লে হয়।

জা। (স্বগত) কাফেরকে বিশ্বাস নাই, সে যখন রাজপুত হ'য়ে নিজের আত্মীয়কে হিংসা করে, এবং তার নিধনের চেষ্টায় আমার কাছে আসে, তখন এরূপ প্রকৃতিব লোককে বিশ্বাস কি? (প্রকাশ্যে) আপনি কি কর্‌তে চান?

হী। আপনি যদি সাহায্য করেন আমি গৌতম সিংকে হত্যা কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

জা। হত্যা? হত্যা বীরের কায নয়, যুদ্ধে বধ করাই গৌরবের কথা।

হী। সেও কি হত্যা নয়? বরং একজনের পরিবর্ত্তে শত সহস্র লোককে হত্যা করতে হয়।

জা। ভাল, যেন হত্যাই করলেন, তারপর?

হী। তারপর আপনার সাহায্যে সৈন্যগণকে হস্তগত করে দিল্লীশ্বরের অধীনে অর্গলের সিংহাসনে বসি।

জা। তা'তে দিল্লীশ্বরের লাভ?

হী। এখন যা কর পান তার দ্বিগুণ কর দিব।

জা। রাজপুত, আপনি দিল্লীশ্বরকে চেনেন না, তিনি এরূপ উপায়ে কর বৃদ্ধি করতে কখনই সম্মত হবেন না। রাজ্য লোভে যে নিজ আত্মীয়কে অকারণ হত্যা করতে পারে, সেরূপ বিশ্বাসঘাতক

হত্যাকারীকে দিল্লীশ্বর কখনই অর্গলের রাজতক্তে অভিষেক করবেন না। গৌতম সিংকে বন্দী করবার কোনও উপায় থাকে বলুন।

হী। এত অপমান? (অসি নিষ্কাসনের চেষ্টা ও জাফর খাঁ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তধারণ ও অসি কাড়িয়া লওন)।

জা। সাবধান গর্ব্বিত রাজপুত, জাফর খাঁও অস্ত্রবিদ্যা কিছু শিক্ষা করেছে, এখনি তোমার সে সাধ মিটাতে পারতেম্, কিন্তু এইতেই বোধ হয় তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'বে। এখন তুমি আমার বন্দী, আমি এখনি গৌতম সিংকে তোমার কথা সবিশেষ লিখে পাঠাচ্চি তোমাকেও আমার লোক দিয়ে পাঠাচ্চি। তা'তে রাজা আমার উপর কৃতজ্ঞ থাকবেন সন্দেহ নাই।

হী। আমায় ক্ষমা করুন। অপরাধ হয়েছে, আর এরূপ কখনও হ'বে না। আচ্ছা গৌতম সিংকে বন্দী করবার আর এক উপায় যদি বলি তা'হলে আমায় বিশ্বাস করবেন এবং মুক্তি দিবেন কি?

জা। যদি সত্য উপায় বল মুক্তি দিব, মিথ্যা বলিলে নয়।

হী। তবে শুনুন। আর তিন দিন পরে পূর্ণিমা. সেই রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ আমার স্ত্রীর কাছে খবর পেয়েছি রাণী সেইদিন জন কয়েক প্রহরী ও দাসী মাত্র সঙ্গে নিয়ে বক্সারে গঙ্গাস্নানের জন্য যাবেন, রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে, পাছে তিনি অমত করেন, সেই জন্য তাঁকে না জানিয়েই যাবেন। সেই সময় আপনি কয়েকজন, সৈন্য পাঠিয়ে রাণীকে অনায়াসে বন্দিনী করতে পারেন। তারপর রাণী বন্দিনী হ'লে, রাজা ত আপনার হাতে।

জা এ প্রস্তাব মন্দ নয়, যদি কথা সত্য হয়। আচ্ছা আমি বিবেচনা ক'রে দেখবো, এখন যাও। এই নাও তোমার অসি, কিন্তু এরূপ ঔদ্ধত্য আর যেন প্রকাশ না পায়।

(হীরাসিংএর প্রস্থান)

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কাফেরের কথায় বিশ্বাস নাই। ভাল, পূর্ণিমার রাত্রে আমার নিজ কন্যা সাকিনাকে গঙ্গার ঘাটে পাঠিয়ে খবর জান্‌বো রাণী এসেছেন কি না। যদি আসেন তবে ত গৌতম সিং আমার মুষ্টি মধ্যে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী—আরাম বাগ

মুন্নাবাঈ ও আমীর খাঁ

আ। মুন্না, বাদ্‌শাকে আরামবাগে বায়ু সেবনের জন্য এনেছি, তিনি খুব নিকটেই আছেন। কিন্তু একেবারে তোমায় এখানে আন্‌লে ধরা পড়্‌বো, সেইজন্য এমন একটা উপায় শীঘ্র স্থির কর, যা'তে তিনি আপনিই এদিকে আসেন। কিন্তু সাবধান তিনি গৃহস্থ ভদ্রলোকের বেশে আছেন, তাঁকে যেন বাদ্‌শা ব'লে সম্বোধন ক'রো না।

মু। আচ্ছা, আমি একটু পরে চীৎকার করবো যেন খুব বিপদে পড়েছি শুনে বাদ্‌শা নিশ্চয়ই এদিকে আস্‌বেন।

আ। বেশ মতলব, আমি এখন তবে বাদ্‌শার কাছে যাই।

(প্রস্থান)

মু। আমার বুকটা কেমন করছে। কেন ভয় কিসের? হলেনই বা বাদ্‌সা, তিনি পুরুষ ত বটে। পুরুষ যদি না বশ করতে পারি তবে আমার রূপ, যৌবন গর্ব্ব সব বৃথা। বাদশার সঙ্গে কথা কইতে হবে বলে কি আমার বুক কাঁপছে?

গীত

কেন কাঁপে হিয়া আজি কে জানে।
কি হ'বে যদি না পিয়া চাহে মুখপানে।
যাহারে ধরিতে যাই, তারে যদি নাহি পাই,
মরমে বাজিবে শেল সবেনা প্রাণে।

(উচ্চৈঃস্বরে) কে আছ রক্ষা কর, অবলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

দ্রুতবেগে বাদশা ও আমীর খাঁর প্রবেশ।

বা। কি হয়েছে, কে তুমি?

মু। (কাঁপিতে কাঁপিতে) জনাব বল্‌ছি আগে একটু সুস্থির হ'তে দিন। ওঃ এখনও ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপছে।

বা। তোমার কোনও ভয় নেই, কি হয়েছে বল? তুমি স্ত্রীলোক হয়ে একা এখানে কেন?

মু। জনাব আমার নাম মুন্নাবাঈ, আমি বায়ু সেবনের জন্য এখানে এসেছিলেম, আমার সঙ্গে দাসীও একজন ছিল। সে বল্লে "আমি আস্‌ছি, আপনি একটু বসুন।" আমি বসে আছি এমন সময় হঠাৎ দুই তিন জন লোক এসে আমার মুখ বাধ্‌বার চেষ্টা করতে লাগলো, আমি কোনও গতিকে চীৎকার করাতে দুর্ব্বৃত্তেরা আপনাদের আস্‌তে দেখে পলায়ন করলে। আপনারা যে আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, তাতে চিরকৃতজ্ঞ রইলেম। আপনারা কে জানতে পারি কি? অনুগ্রহ করে যদি আমায় আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন, তবে বড়ই উপকার করা হয়, কারণ আমার আর একা যেতে সাহস হচ্চে না

বা। আমরা কে তোমার জানবার দরকার নাই। তুমি এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে যাও; তোমার কোনও ভয় নাই।

মু। জনাব অপনি কি আস্‌বেন না।

বা। না।

মু। তবে বুঝি আমি সামান্য বাঈ ব'লে আপনি আমায় ঘৃণা করেন, নতুবা আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে দোষ কি ?

বা। পাপকে ঘৃণা করা উচিত বটে কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমি তোমায় ঘৃণা করিনা, জগতে ঘৃণার পাত্র কেহই নাই, সকলেই দয়ার পাত্র। কাহাকেও ঘৃণা করবার অধিকার আমাদের নাই। তবে তোমার সঙ্গে যেতে আমি পারবো না। তুমি ইঁহার সঙ্গে যাও।

(প্রস্থান)

আ। মুন্না, আর ভাব্‌লে কি হ'বে? মৎলবটা হ'য়েছিল বেশ, কিন্তু শিকার ফস্‌কে গেল—বাদশা ত চলে গেলেন, এ মতলব খাট্‌লো না, আবার অন্য কোনও মতলব ঠিক কর।

মু। "পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে নয়, আমি তোমায় ঘৃণা করি না, জগতে ঘৃণার পাত্র কেহই নাই, সকলেই দয়ার পাত্র।" তবু ভাল আমি পাপী ব'লে আমায় ঘৃণা কর না। সকলেই যদি দয়ার পাত্র আমার প্রতিও কি দয়া হ'বে না ?

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বাদ্‌শার বিশ্রামাগার

বাদ্‌শা লিখিতে মগ্ন, পশ্চাৎ হইতে বেগমের প্রবেশ

ও কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বে উপবেশন্।

বা। তাইত বলি হঠাৎ ঘরে বিদ্যুতের আলো এলো কোথা থেকে ?

বে। বাঁদীকে এত ঠাট্টা কেন? দিল্লীশ্বর নিভৃতে একা ব'সে কি করছেন, তাই দেখবার জন্য কৌতূহল হ'ল কিন্তু দাসীর আগমনে

বাদশার মনযোগ আকর্ষণ না হওয়াতে, অগত্যা পাশে এসে বস্‌লেম, অধিকার নাই কি ?

বা। সমস্ত হৃদয় যে অধিকার করে রয়েছে, তার আবার অধিকার নাই কিসে ?

বে। জাঁহাপনা দাসীকে পায়ে রাখেন এই যথেষ্ট, সমস্ত হৃদয় অধিকার করবার ক্ষমতাও নাই, আশাও নাই।

বা। সেলিমা, সত্যই বল্‌ছি তুমি আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার ক'রে রয়েছ, জাননা কি আমি তোমা ছাড়া অন্য নারীকে এ পর্য্যন্ত কখনও হৃদয়ে স্থান দিই নাই, দিবও না। জানিনা তুমি কি গুণে আমায় মুগ্ধ করেছ।

বে। জাঁহাপনা, আপনি নিজগুণে দাসীকে কৃপাচক্ষে দেখেছেন, দাসীর কোনও গুণ নাই, কোনও ক্ষমতা নাই।

বা। তাই যদি না থাক্‌বে তবে দিল্লীর বাদ্‌শাকে বশ করলে কি ক'রে ?

বে। ও কথা বলে বাঁদীকে লজ্জা দিবেন না। যাক্, কি লিখ্‌ছিলেন দেখি ? বা কি সুন্দর হস্তাক্ষর !

বা। কোরাণ থেকে ভাল ভাল উক্তি উদ্ধৃত করছিলেম—উদ্দেশ্য বিক্রয় ক'রে অর্থলাভ করা। হস্তাক্ষর একটু ভাল হ'লে কিঞ্চিৎ বেশী মূল্য পাওয়া যেতে পারে।

বে। জাঁহাপনা কি বাঁদীর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ? বিক্রয়ের প্রয়োজন ?

বা। নইলে জীবিকা নির্ব্বাহ করবো কেমন ক'রে, সেলিমা ?

বে। দিল্লীশ্বর যে এত গরীব জানতেম না, এ উপহাস মন্দ নয় !

বা। উপহাস নয় সেলিমা, সত্যই দিল্লীশ্বর অতি দরিদ্র—সামান্য ফকির মাত্র। দিল্লীশ্বর এই সমস্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নয়—প্রজার অভিভাবক মাত্র। সম্পত্তি প্রজার, প্রজার মঙ্গলের জন্য ঐ সম্পত্তি

আমার হস্তে ন্যস্ত হয়েছে মাত্র—উহা গচ্ছিত ধন। উহা আমার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করবার অধিকার আমার নাই। অতএব আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন ক'রতে হয়েছে—তাই কোরাণের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে বিক্রয় লব্ধ অর্থে তোমার ও আমার ভরণ পোষণ এক রকম চলে যায়। বুঝলে সেলিমা ?

বে। খোদা এমন দিল্লীশ্বরকে চিরজীবি করুন। জাঁহাপনা ধন্য আপনি, ধন্য আপনার উদারতা, ধন্য আপনার প্রজা বৎসলতা। আপনার, মহিমা সামান্য বাঁদী কি বুঝ্‌বে. আমি আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্যা অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করবেন। আজ থেকে আমি ও কোরাণের উক্তি উদ্ধৃত করবো. দেখুন দেখি আমার হস্তাক্ষর চল্‌তে পারে কি না ? (লিখিয়া বাদ্‌শাকে প্রদর্শন)।

বা। অতি সুন্দর ! দেখ্‌ছি আমার অপেক্ষা তোমার লেখার অধিক মূল্য ও আদর হ'বে। বেগমের হস্তাক্ষর শুন্‌লে লোকে আরও অধিক আগ্রহের সহিত কিন্‌বে সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

বে। জাঁহাপনা, আপনার জন্য একটি নূতন গান রচনা করেছি, যদি অনুমতি হয় শোনাই।

বা। অনুমতি নিস্প্রয়োজন. আমিও তাই চাই।

বে।

গীত

তোমার আদরে আদরিণী আমি চরণে তোমার দাসী,
কেমনে জানাব হৃদয় স্বামী কত যে গো ভালবাসি ।
আঁখি চায় সদা ও রূপ হেরিতে, বাসনা সতত ও কথা শুনিতে
সকল হৃদয় ক'রি' অধিকার বিরাজিছ দিবানিশি।
অন্তরে বাহিরে জাগিতেছ সদা, তবুও মিটে না পরাণের ক্ষুধা,
নিখিল জগৎ তোমাময় হেরি' আনন্দ সাগরে ভাসি।

বা। সেলিমা, তোমার মধুর গান শুনে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। লোকে বলে আমি সঙ্গীত প্রিয় নই, কিন্তু সেটা ভুল। সত্য বটে আমি বারবিলাসিনীদের হাব ভাব ও গান পছন্দ করি না, কারণ সে গানে প্রাণের অভাব। কিন্তু তোমার মত সতী পতিপ্রাণা নারীর প্রাণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ গান শুন্‌লে আমি বিভোর হয়ে যাই। অনেক ক্ষণ বিশ্রাম করেছি, এখন একটু রাজকার্য্যে যাই, তুমিও সংসারের কাজ করগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

আমিনার প্রবেশ

আ। সেলিমা গেল কোথায়, এই যে তার গলা শুন্‌তে পাচ্ছিলেম। দেখি কোথায় গেল! সেলিমাই সুখী, তার মুখে কখনও বিষাদের ছায়া দেখিনি।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সেলিমাবেগমের রন্ধনাগার—সেলিমা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা

আমিনার প্রবেশ

আ। কই গো, সেলিমাবেগম কোথায়? খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে গেছি—এই যে এইখানে? ওমা কোথায় যাব, বেগম কোথায় এ যে বাঁদী, নিজের হাতে রুটী তৈয়ার করচে?

বে। হাঁ ভাই, আমিত বাঁদীই, খোদার কাছে প্রার্থনা কর যেন জন্ম জন্ম এই বাদ্‌শার বাঁদী হই।

আ। তাতে সুখ ত এই—নিজে রেঁধে মরছ।

বে। এর চেয়ে সুখ কি আর আছে? শুধু ভাল কাপড় গহনা পরে বিলাসে গা হেলে দেওয়ার চেয়ে, এতে যে কি সুখ তা বলা যায় না। নিজের স্বামীকে রেঁধে খাওয়ানর চেয়ে কি আর সুখ আছে? যারা তা পারে না, অতুল ঐশ্বর্য্য থাক্‌লেও তারা এ সুখে বঞ্চিত। তবে আমার দুঃখ এই, বাদ্‌শাকে পাচ রকম ভাল জিনিষ রেঁধে খাওয়াতে পারিনি।

আ। কেন কিসের অভাব?

বে। বাদ্‌শার ইচ্ছে নয়। তিনি ফকিরের মত অতি সামান্য পান আহারেই তুষ্ট, যেমন অন্য কোনও বিষয়ে বিলসিতা আদৌ নাই, পান আহারেও তেমনি কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই। তিনি বলেন তিনি ফকির, ভাল খাওয়া পরা তাঁর সাজে না।

আ। দিল্লীশ্বর ফকির! এ কথা নূতন বটে।

বে। নূতন হ'লেও সত্যই তিনি ফকিরের মত থাকেন। যাঃ তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভাই, আমার হাত পুড়ে গেল।

আ। তা বেশ হয়েছে, আমি বাদ্‌শাকে বল্‌বো যেন একটা বাঁদী রেখে দেন—সেই রাঁধবে—অন্ততঃ যতদিন না তোমার হাত ভাল হয়। এই যে বাদ্‌শা এই দিকেই আস্‌ছেন।

ফকির বেশে বাদ্‌শার প্রবেশ

বা। আমার খাবার তৈরি হ'তে কত দেরি সেলিমা? এই যে আমিনা কতক্ষণ?

আ। জাঁহাপনা, এই কতক্ষণ এসেছি। অধিনীর অপরাধ যদি ক্ষমা করেন তবে একটা কথা বলি।

বা। সচ্ছন্দে বল।

আ। লোকের মুখে শুনি বটে দিল্লীশ্বর ফকির, আজ তা স্বচক্ষে দেখ্‌লেম।

তিনি এত গরীব তা জানতেম না। সাধারণ লোকে যা খায়, দিল্লীশ্বরের দেখ্‌চি তা'ও জোটে না। তার পর আমার বোনকে দেখ্‌ছি রাঁধতে হয়—সে তাতে সুখী বই অসুখী নয়। এতক্ষণ সেই কথাই হচ্চিল, সে তাই চায়। যা'হক আজ সে রাঁধতে রাঁধতে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে, দু চার দিনের জন্য একটা বাঁদী রাখ্‌লে হয় না, রেঁধে দেবে?

বা। বাঁদী রাখ্‌বার ক্ষমতা কই আমিনা? আমার কি আছে? সেলিমার যদি হাত, পুড়ে গিয়ে থাকে আমি নিজেই না হয় দু চার দিন রাঁধ্‌বো।

বে। জাঁহাপনা, আমিনা আপনার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিল—আমার হাত তেমন পোড়েনি। আমি বাঁদী থাক্‌তে অন্য বাঁদী রেঁধে আমার বাদ্‌শাকে খাওয়াবে এ আমার প্রাণে সইবে না।

বা। শুন্‌লে আমিনা? আমি ফকির হ'লেও সেলিমা আমার হৃদয় রাজ্যের বেগম কেন? দেখ্‌লে কেন সে আমায় বশ ক'রে রেখেছে?

আ। (স্বগত) ধন্য এদের ভালবাসা—এরাই সুখী। আর আমি? আমার ঐশ্বর্য্যের অভাব না থাক্‌লেও স্বামী আমার বশ নয় আমি স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা! যে স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা তার আবার সুখ কোথায়?

বা। আমিনা কি ভাব্‌ছ?

আ। কিছু নয়, আপনাদের কথাই ভাবছিলেম। আপনাদের মত সুখী প্রাণী আর দুটি আছে কি না তাই ভাবছিলাম। জাঁহাপনা তবে এখন আসি—সেলিমা, চল্লুম বোন্।

(প্রস্থান।)

বা। আমার মনে হয় আমিনা সুখী নয়। সে হেসে খেলে বেড়ায় বটে, কিন্তু তার মনের ভিতর যেন কি একটা গভীর দুঃখ রয়েছে।

বে। জাঁহাপনা, আমিনা সত্যই বড় অসুখী, সে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা।

বা। কেন? আমীর খাঁ কি তাকে ভালবাসে না? আমিনা ত রূপে গুণে সমান তবে কেন তার স্বামী তাকে ভালবাসে না?

বে। তার স্বামী অন্য নারীর প্রেমে আসক্ত।

বা। আচ্ছা, আমি আমির খাঁকে শাসন ক'রে দিব সে যেন তার স্ত্রীকে অযত্ন না করে।

বে। জাঁহাপনা, অপরাধ মাপ করবেন। সে ত তার স্ত্রীকে অযত্ন করে না—ভাল খেতে, ভাল পরতে দেয়। কিন্তু গহনা বস্ত্র দেওয়া এক আর ভালবাসা এক। আপনার কথায় কি সে তা'র স্ত্রীকে ভালবাসবে? জোর ক'রে কি ভালবাসান যায়? আপনার ভয়ে সে আমিনাকে মুখে আদর যত্ন করবে, কিন্তু মুখের আদরে আর প্রাণের ভালবাসায় অনেক প্রভেদ।

বা। ঠিক বলেছ সেলিমা, মুখের আদর ও প্রাণের ভালবাসায় অনেক প্রভেদ। তবে কেন লোকে বারাঙ্গনার প্রেমে আসক্ত হয়? সেখানে কি প্রাণের ভালবাসা পায়?

বে। জাঁহাপনা সকল পুরুষই যদি আপনার মত প্রকৃতির হ'ত, তা' হ'লে পৃথিবী স্বর্গ হ'ত—কত অসংখ্য নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস ও মর্ম্মযাতনা বন্ধ হ'য়ে যেত। এখন চলুন আপনার আহার প্রস্তুত।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বক্সার—গঙ্গার তীর।

রাণী চন্দ্রাবতী ও দাসীগণ।

১ম দা। রাণী মা, দেখুন আজ গঙ্গার তীরে কি শোভা হ'য়েছে, এত ভোরে দেখুন কতলোকে স্নান কচ্চে, আবার কত বা স্নান ক'রে ফিরে যাচ্চে। কত লোক পূজা করছে, ভগবানের নাম জপ করছে। আহা আজ আমরা ধন্য হ'লেম। রাণী মা, এই জায়গাটা একটু নিরিবিল আছে, এইখানে স্নান করুন।

রা। তা' করছি, কিন্তু তোমাদের সাবধান ক'রে দিচ্চি, এখানে আমায় রাণীমা ব'লে ডেকো না—লোকে জান্‌তে পারবে, ক্রমে রাজার কানেও উঠ্‌বে। জান রাজাকে না বলে আমরা লুকিয়ে এখানে স্নান ক'রতে এসেছি। সকলেই বিজয়োৎসবে মগ্ন, আমরা শেষ রাত্রে চুপি চুপি এখানে এসেছি। শীঘ্র স্নান ক'রে, চল ভোর থাক্‌তে থাক্‌তে বাড়ী ফিরে যাই। (একজন দাসীর প্রতি) তুমি কাপড় চোপড় নিয়ে এইখানে দাঁড়াও, আমরা স্নান ক'রে এলে পরে যেও।

(ঐ দাসী ব্যতীত সকলের স্নানে গমন, কতিপয় স্ত্রীলোক স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "আহা ঘাট আলো ক'রে রয়েছে, ও কে? কোনও বড় ঘরের ঘরনী হ'বে।")

সাকিনার প্রবেশ

সা। এত ভোরে এক ধারে এই নিরিবিলি জায়গায় স্নান করছে, ওই নিশ্চয় অর্গলের রাণী। এই যে এই দাসীকে জিজ্ঞাসা করি না, তা হ'লেই সন্দেহ মিটে যাবে। (দাসীর প্রতি) বাছা তুমি নিশ্চয় কোনও বড় ঘরের মেয়ে, তা' তোমার দাসীরা কি এখনও কেউ আসে নি? তাই বুঝি তুমি কাপড় নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছো?

দা। (হৃষ্টচিত্তে স্বগত) তবে নাকি আমার ছিরি নাই, আমায় দেখে বড় ঘরের মেয়ে মনে করেছে। তা করবেই ত, গরীব বলে না হয় পরের দাসী হ'য়েছি, তা বলে ত চেহারাটা মন্দ নয়!

সা। হ্যাগা বাছা চুপ করে রইলে যে? তোমার দাসীরা কি এখনও আসে নি? তুমি কোন বড়ঘরের মেয়ে গা?

দা! কা'কে বলছো আমাকে? ও মা কোথা যাব। না গো আমি ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, তবে গরীব ব'লে পরের দাসী হ'তে হয়েছে।

সা। তুমি দাসী! না বাছা তুমি ঠাট্টা করছো। আমার কি চোখ নাই! দাসীর কি এমন চেহারা হয়?

দা। (স্বগত) তা ত বটেই, মিন্‌সে ত বলেই আমার চেহারাটা মন্দ নয়। এখন দেখ্‌ছি মিন্‌সে নেহাত মন যোগানে কথা বলে না। (প্রকাশ্যে) না বাছা আমি সত্যি দাসী।

সা। না বাছা আমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তুমি নিশ্চয় নিজেকে গোপন করছো। আচ্ছা কা'র দাসী জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

দা। না বাছা সে কথা বল্‌তে বারণ।

সা। বারণ থাকে বলোনা, আমারও শোনবার দরকার নেই, তবে তোমায় দেখ্‌লে দাসী ব'লে মনে হয় না। কোনও রাণী বলেই মনেহয়।

দা। (স্বগত) অ্যাঁ সত্যি? (প্রকাশ্যে) বাছা তুমি ভুল ক'রেছ আমি রাণী নই, রাণী ঐ চান করচেন। (জীব কাটিয়া) যাঃ কি করলেম, বলে ফেল্লেম!

সা। তবে কি তুমি অর্গলের রাণীর দাসী? উনি কি অর্গলের রাণী? তাই ত বলি, নইলে কি এমন হয়? যেমনি রাণীর রূপ, রাণীর দাসীরও তেমনি রূপ।

দা। বাছা, আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি উনি রাণী, অর্গলের রাণী এ কথা কিন্তু আমি বলিনি, তুমি নিজেই ঠাউরে নিয়েছ, তা' বাছা একথা আর কাউকে ব'ল না, বল্‌তে বারণ।

সা। ছিঃ তা ও কি বল্‌তে হয়। তবে আমি এখন চল্লুম। (স্বগত) এ খবর পেলে বাবা যে কি খুসী হবেন তা বলা যায় না। অর্গল রাজ, তুমি বাবাকে পরাজিত ক'রে যে অপমান ক'রেছ, আজ তা'র প্রতিশোধ পাবে।

(প্রস্থান)

দা। তা আমার কি দোষ? আমি ত আর বলিনি অর্গলের রাণী! যাহ'ক ভদ্রলোকের মেয়ের কথা বড় মিষ্টি, আর চোখের দিষ্টিও খুব বল্‌তে হ'বে। দেখেই আমাকে রাণী ঠাউরেছে! তবু খেটে খেতে হয়, চেহারার কি যত্ন আছে। যদি খেটে খেতে না হ'ত ভাল খেতে পরতে পেতেম তা হ'লে চেহারা আরও খুল্‌তো। এতেই কত ভদ্রলোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে, কত কথা জিজ্ঞেস্ করে। ঐ যে রাণী মার চান হ'য়ে গেল কাপড় চোপড় ছেড়ে আস্‌ছেন।

রাণী ও দাসীগণের বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনঃ প্রবেশ

রা। দাও আমার ওড়না খানা দাও আমি ততক্ষণ পুজা সেরে নিই। তুমি নেয়ে এস, দেরি ক'রোনা যেন।

দা। না মা দেরি হবে না, এই একটা কি দুটো ডুব দিয়ে এখনি আস্‌বো এসে একটা মজার কথা বল্‌বো।

(প্রস্থান)

দাসীগণ পরিবেষ্টিত হ'য়ে রাণীর পূজায় উপবেশন ও একটু পরে

কতিপয় সৈন্যসহ জাফর খাঁর প্রবেশ

জা। সৈন্যগণ, ঐ অর্গলের রাণী—শীঘ্র বন্দিনী কর।

দাসীগণ। (ভয়ে চীৎকার) ওমা কি সর্ব্বনাশ, কি হ'বে গো। মা কেন এখানে এসেছিলে। ওমা কি হবে, কোথায় যাব!

রা। (একটা উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর উঠিয়া ধীরে ও নির্ভয়ে) ভয় কি তোমাদের। অর্গলের রাণীকে বন্দিনী করে সাধ্য কা'র। তোমরা সকলে আমার পাশে দাঁড়াও, দেখি কে আমার গায়ে হাত দেয়। প্রাণ থাক্‌তে আমায় স্পর্শ করে এমন সাধ্য কার?

জা। সৈন্যগণ, আদেশ পালন কর, রাণীকে বন্দিনী কর।

(একজন সৈনিকের অগ্রসর,)

রা। খবরদার! (সৈনিককে কোষা ছুঁড়িয়া কপালে আঘাত ও রক্তাক্ত কলেবরে তাহার হটিয়া আসা, জাফরের প্রতি) ভীরু. কাপুরুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাব স্বামীর কাছে পরাজিত হ'য়ে, এখন নিরস্ত্র নারীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এসেছ? ধিক্ শত ধিক্। এই কি তোদের বীরত্ব আমার স্বামীর তেজ দেখেছিস্ এখন আমার তেজ ভাখ্— অর্গলের রাণী ভয় কা'কে বলে জানে না। আমি মরতে প্রস্তুত আছি। যদি বীর হ'স্ একখানা তলোয়ার আমায় দে—রাজপুত নারীর বীরত্ব তোদের একবার দেখাই, রাজপুতের বীরত্ব ত তোরা অনেকবার দেখেছিস্, আজ রাজপুত রমণীর বীরত্ব স্বচক্ষে ভাখ্— দে একখানা তলোয়ার দে!

জা। সৈন্যগণ অগ্রসর হও—উন্মাদিনীকে বন্দিনী কর।

সৈন্যগণের অগ্রসর

রা। পাপাত্মাগণ, সাবধান, নিবস্ত্র রাজপুত নারীর গায়ে হাত দিস্‌নে। (উচ্চৈঃস্বরে) হায়, এখানে কি একজন রাজপুত নাই যে রাজপুত জননী, রাজপুতস্ত্রী, রাজপুত ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করে? যদি থাক এস, অর্গলের রাণীর সাহায্য কর—দাও একখানা অসি কেউ এনে দাও আমার রাজ্যের পরিবর্ত্তে একখানা অসি এনে দাও, দেখি পাপাত্মারা কেমন আমায় স্পর্শ ক'রতে পারে।

(নেপথ্যে "রাণী মাই কি জয়, ভয় নাই রাজপুত থাক্‌তে আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে কেউ পারবে না"—লাঠি ও তরবারি লইয়া কতিপয় রাজপুত সহ অভয়চাঁদ ও নির্ভয়চাঁদের বেগে প্রবেশ ও রাণীকে ঘেরিয়া দাড়ান—উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ ও কিয়ৎক্ষণ পরে অভয়চাঁদের পতন)

অ। ভাই নির্ভয়, আমি স্বর্গে চল্লেম, দেখো রাণীমাকে রক্ষা ক'রো।

নি। ভাই চল্লে, যাও, পরে তোমার জন্য কাঁদবো এখন কাঁদবার সময় নাই আগে প্রতিশোধ নিই।

রা। (অভয় চাঁদের অসি গ্রহণ করিয়া) বাছা রাজপুত জননীর জন্য প্রাণ দিয়ে স্বর্গে যাচ্ছ, কৃতজ্ঞতা জানাবার এখন সময় নাই, তুমি বীব, তোমার অসির অপমান হবেনা নিশ্চয় জেনো। আয় দেখি পাপাত্মারা এইবার অগ্রসর হ' দেখি। (কতিপয় সৈন্যের অগ্রসর হওন ও রাণী এবং নির্ভয়চাঁদ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়নোদ্যত, নেপথ্যে "হর হর হর" শব্দে সৈন্যগণ সহ অর্গলরাজের প্রবেশ ও ঘোরতর যুদ্ধ, জাফরখাঁ ও সৈন্যগণের পলায়ন)

রাজা। ভীরু তুচ্ছ প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর তোকে আর শাস্তি কি দিব, এই অপমানই তোর যথেষ্ট শাস্তি। রাণী, তুমি আমায় না ব'লে আসাতে দেখ দেখি কি বিপদেই ফেলে ছিলে! একজন রাজপুত ঘোড় সওয়ার তীরবেগে গিয়ে আমায় খবর দিয়েছিল, তাইত তোমায় রক্ষা করতে পারলেম, নতুবা তোমায় ত আজ হারাতেম।

রাজা। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এমন যে বিপদ হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলেম, স্বামীকে না জানিয়ে কোনও কার্য্য ক'রবো না।

রা। তোমার উপরে প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়ে ছিলেম বটে, কিন্তু আজ তোমাব বীরত্ব দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে বলা যায় না।

বা। সিংহেব স্ত্রী সিংহীই হ'য়ে থাকে শৃগাল কথনও হয় না। এখন আমার একটি কথা। এই দুই ভাই—অভয়চাঁদ ও নির্ভয়চাঁদ ও তাহাদের সহচরগণ না থাকলে আমার রক্ষা কিছুতেই হ'ত না। অভয়চাঁদ রাজপুত মাতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করুণ আব নির্ভয়চাঁদকে যথোচিত পুরস্কার দিন!

বাজা। রাজপুত ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, আজ যে তোমরা আমার উপকাব করলে এব পুরস্কার নাই—তোমরা আমায় চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছ। এস প্রাণ খুলে কোলাকুলি করি।

নি। রাজপুত পুরস্কারের লোভে যুদ্ধ করেনি, অতএব পুরস্কারের কথা তুলে তাদের লজ্জা দিবেন না। রাজপুত মাতার সম্মান রক্ষা করে তা'রা রাজপুত ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছে মাত্র, এতে কৃতজ্ঞতাব বিষয় কি আছে?

রাজা। একি নির্ভয়চাঁদ, তোমার মাথায় আঘাত লেগেছে নাকি? সর্ব্বাঙ্গ যে রক্তে ভেসে যাচ্চে। চল অভয়চাঁদের মৃতদেহ অশ্বপৃষ্ঠে অর্গলে

নিয়ে চল সেখানে বীরের সমুচিত সৎকার করতে হ'বে। আর নির্ভয়চাঁদকে ডুলি ক'রে অতি যত্নে নিয়ে এস, তা'র চিকিৎসা ও সেবা আবশ্যক।

("জয় অর্গল রাজের জয়" বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লি—বাদশার সভা

বাদশা, আমীর খাঁ, ওস্‌মান্‌ খাঁ, মহম্মদ খাঁ প্রভৃতি।

একজন প্রহরীর প্রবেশ

প্র। জাঁহাপনা, অর্গল রাজের কাছ থেকে একজন দূত এসেছে, আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

বা। আস্‌তে বল।

(প্রহরীর প্রস্থান)

অর্গল রাজ কেন দূত পাঠিয়েছে তোমরা কি কেউ অনুমান করতে পার? সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চয়ই নয়। কারণ সেদিনের যুদ্ধে জাফর খাঁকে পরাজিত ক'রে আমার অসংখ্য বীর সৈন্য নাশ ক' সে যে সন্ধির প্রস্তাব করবে, তা কখনও সম্ভব নয়। জাফর খাঁর পরাজয় লজ্জার কথা, কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হ'বে, অর্গল রাজকে দমন করতেই হ'বে, নইলে দিল্লীর আ একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে, করদ রাজারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন পূর্ব্বক পত্র প্রদান

বা। (পত্রপাঠ) দিল্লীশ্বর, জানিতাম আপনার সেনাপতি জাফরখাঁ বীর, কিন্তু অসহায় স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি বীরের কার্য্য? সে দিন অর্গলের রাণী কতিপয় দাসীর সহিত বক্সারে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন, আপনার বীর সেনাপতি জাফরখাঁ কোনও রূপে সন্ধান পেয়ে, তাঁহাকে বন্দিনী করিবার জন্য কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য লইয়া সেখানে গমন করে, জন কয়েক রাজপুত বীরের সাহায্যে রাণী আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন, পরে আমি জন কয়েক অশ্বারোহী সৈন্যসহ সেথায় রাণীকে উদ্ধার করিতে যাই। জাফরখাঁ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করে। তাই সেদিন তার সমুচিত শাস্তি দিতে পারি নাই। অতএব আপনার নিকট নিবেদন, যেন এবার যে দিন যুদ্ধ হ'বে অপর কোনও সেনাপতিকে না পাঠাইয়া জাফরখাঁকে পাঠান—কারণ হিসাব নিকাশ এখনও হয় নাই।

গৌতম সিং

(দূতের প্রতি) আচ্ছা যাও এ চিঠির উত্তর পরে পাঠিয়ে দিব।

(দূতের প্রস্থান)

চিঠি শুনলে? তোমাদের মতামত কি?

আ। জাঁহাপনা, অর্গল রাজের ঔদ্ধত্য অসহ্য—তা'কে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।

ওস। জাঁহাপনা, জাফরখাঁ যদি রাণীকে বন্দিনী করতে পারত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? রাজা ত আমাদের হাতে আসতো। জাফরখাঁ মতলব ক'রেছিল মন্দ নয়।

হ। জাঁহাপনা, আমার মতে ঐ কার্য্য অতি অন্যায় হ'য়েছে। জাফরখাঁ কাপুরুষের মত কায ক'রেছে, অসহায়া স্ত্রীলোককে বন্দিনী করার চেষ্টা বীরের কায নয়।

বা। ঠিক্ বলেছ মহম্মদ খাঁ, আমারও ঠিক ঐ মত। আমি জাফরখাঁকে স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাইনি—সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সে অসহায় স্ত্রীলোককে বন্দিনী করতে চেষ্টা করায় সে আমাদের সকলের মাথা নীচু ক'রেছে। সে সেনাপতি পদের অযোগ্য, আজ থেকে তাকে পদচ্যুত করলেম। আর তার জায়গায়, মহম্মদখাঁ! আমি তোমায় সেনাপতি করলেম। তোমার বীরত্ব আছে জান্‌তেম, আজ দেখ্‌লেম তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে। আশা করি তুমি পদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে।

মহ। জাঁহাপনা, এই আশাতীত সম্মানের জন্য কি ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবো জানিনা। পদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবো কি না একথা এখন বল্‌তে পারিনা। যদি পারি কার্য্যক্ষেত্রে তা'র পরিচয় দিতে চেষ্টা ক'রবো।

বা। আমি কথা চাই না, কায চাই। মনুষ্যত্বের পরিচয় কাযে—কথায় নয়।

মহ। জাঁহাপনা যদি হুকুম হয়, অর্গলরাজের রণপিপাসা একবার মিটাই ও জাফরখাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিই।

বা। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রতিশোধ বাসনা আমারও প্রবল ছিল. কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি প্রতিশোধ নিতেই হ'বে। কিন্তু এখন আর সে বাসনা নাই। অর্গল রাজের চিঠির উত্তর যেরূপ ভাবে দিতে হ'বে বল্‌ছি লেখ—"অর্গলরাজ, আমি জাফরখাঁর কার্য্যে বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত আছি এবং তার কাপুরুষতার জন্য তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। আপনার ও আপনার রাণীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছি, আপনার সহিত আমার আর শত্রুতা করিবার ইচ্ছা নাই, মিত্রতা পাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছুক। আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি থাকিবে না।"

দাও নাম সহ ক'রে দিই। এই চিঠি শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

মহ। দিল্লীর বাদশার ক্ষমাগুণ ও উদারতা জগতে চিরকাল ঘোষিত হ'বে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল অর্গল রাজের রণপিপাসা একবার মিটাই।

আ। জাফরখাঁ পরাজিত হ'য়েছে বলে যে সামান্ত অর্গল রাজকে বশীভূত করতে আমরা অক্ষম, একথা কেউ বলবে না। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অসীম, সৈন্ত অসংখ্য—শত অর্গল রাজও তাঁহার কিছুই কর্‌তে পারে না, কিন্তু এই অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও জাঁহাপনার এই উদারতায় আমরা স্তম্ভিত হ'য়েছি। এ আদর্শ জগতে বিরল।

বা। অনর্থক রক্তপাতে লাভ কি? আমি জয়লাভ করতে সক্ষম জানি কিন্তু কত বীর চির নিদ্রিত হবে, কত পুত্র পিতৃহারা হ'বে, কত সতী সাধ্বী বিধবার মর্ম্মবেদনা ও কত পিতা মাতার কাতর ক্রন্দন, দিল্লীশ্বরের ঈশ্বর জগৎ পিতার নিকট পৌঁছিবে। সেকথা মনে হ'লে প্রাণ শিউরে ওঠে—না না তার চেয়ে আত্মাভিমান ত্যাগ করা ভাল। হে আল্লা, পরের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা দাও শোক তাপ বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা হরণ কর।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ—নিদ্রিতাবস্থায় নির্ভয় চাঁদ।

কক্ষের সম্মুখে বারাণ্ডায় অর্গলের রাণী, তারা ও পরিচারিকা।

রা। নির্ভয় চাঁদের অবস্থা কেমন? কবিরাজ বলেছেন যদি ভাল নিদ্রা হয় তবে মঙ্গল—খুব সাবধানে রাখ্‌তে হ'বে। মা তারা, তোমার উপর

শুশ্রূষার ভার দিয়েছি দেখ মা কোন রকম যত্নের যেন ত্রুটি না হয়, জ্ঞান হ'য়েছিল কি ?

বা। না দুদিন অঘোরে পড়ে আছেন একবারও চেতনা হয় নি প্রলাপের ঝোঁকে মধ্যে মধ্যে "রাণী মাই কি জয়" বলে চিৎকার ক'রে উঠেন।

রাণী। ভগবান নির্ভয় চাঁদকে রক্ষা কর! ওরা দু ভাই আমায় বাঁচিয়েছে, অভয় চাঁদ স্বর্গে চলে গেছে, নির্ভয় চাঁদ জীবন ও মরণের সন্ধি স্থলে, যে কোনও রকমে তাকে বাঁচাতে হবে—দেখো মা যেন কোনও রকম ত্রুটী না হয়—আমি এখন চল্লুম।

(প্রস্থান)

তারা। আমাদের যত্নের ত্রুটী হ'বে না, কিন্তু—

প। ও কি দিদিমনি শিউরে উঠ্‌লে যে ?

তা। না, ও কিছু নয়। আচ্ছা তুমি ত ·মার কাছেই ছিলে, ঘটনাটা আমায় সংক্ষেপে বল দেখি।

প। দিদিমণি, সে কথা বল্‌তে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়—যখন জাফরখাঁর সৈন্যরা এসে আমাদের ঘেরাও করলে, আমরাত হাঁউ মাঁউ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেম, কিন্তু রাণীমার সে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল যেন সাক্ষাৎ মা জগদম্বা এসে দাড়িয়েছেন।

তা। রাজপুত নারী আত্ম সম্মান রক্ষা করতে জানে, ভয় কাকে বলে জানে না। তার পর ?

প। তারপর মা বল্লেন "এখানে কি এমন রাজপুত কেউ নাই যে রাজপুত-জননী, রাজপুত-ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করে।" এই কথা বল্‌বামাত্র অভয়চাঁদ, নির্ভয়চাঁদ ও আরও জন কয়েক রাজপুত "রাণী মাইকি জয়" ব'লে চীৎকার ক'রতে ক'রতে লাঠি ও তলোয়ার হাতে ক'রে এসে মাকে ঘিরে দাঁড়াল—ভয়ানক যুদ্ধ বাধ্‌লো, অভয়চাঁদ আহত

হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন, নির্ভয়চাঁদ অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করতে লাগ্‌লেন—অমন যুদ্ধ কখনও দেখিনি। কিছুক্ষণ পরে রাজা এসে আমাদের উদ্ধার করলেন। রাণীমার সাহস দেখে শত্রুরাও চম্‌কে গেছ্‌লো। এই দুই ভাই না থাক্‌লে সে দিন রাণীমা নিশ্চয়ই বন্দিনী হতেন।

তা। ধন্য বীর! এঁদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাক্‌বো, কিন্তু কি ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো?

প। দিদিমণি, যদি রাগ না কর ত বলি—নির্ভয়চাঁদ আরাম হ'লে তাঁকে বে ক'রে ফেল, তা হলেই সব চেয়ে ভাল রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হ'বে।

তা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তা কেমন ক'রে হ'বে?

প। আচ্ছা দিদিমনি, সত্যি কথা বল তো তোমার ওঁকে বে করতে ইচ্ছা আছে কি না?

তা। যা—এখন ঠাট্টার সময় নয়—ভগবান যদি ওঁকে রক্ষা করেন তবেই—

প। বিয়েটা হয়।

নি। (ক্ষীণ স্বরে) একটু জল—

তারা। (আহ্লাদে) এই যে জ্ঞান হ'য়েছে! (জলদান)

নি। আমি কোথায়? রাণীমা কোথা? রাণীমাকে কি বন্দিনী করেছে (উঠিবার চেষ্টা)

তা। উঠিবেন না—রাণীমাকে বন্দিনী করতে পারে নাই, তিনি ভালই আছেন।

নি। আমি কোথায়? আপনি কে? রাণীমা কোথায়?

তা। (পরিচারিকার প্রতি) মাকে পাঠিয়ে দাও (পরিচারিকার প্রস্থান)

আপনি আমাদের বাড়ীতে আছেন। আমি অর্গল রাজের কন্যা তারা।

নি। আপনি অর্গল রাজের কন্যা? না না আপনি কোনও দেবী। আমি স্বপ্নে দেখ্‌তেম ঐ দেবী মূর্ত্তি আমার শিয়রে ব'সে সেবা করছেন—আমি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে যেতেম।

তা। আপনি বেশী কথা কইবেন না, আপনি এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল।

নি। দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমার সেই সুখস্বপ্ন যে জাগ্রত অবস্থায়ও রয়েছে এ কি রকম, বুঝতে পারছি না।

রাণী ও দাসীর প্রবেশ।

রা। এই যে বাবা নির্ভয়চাঁদ, দু দিন পরে মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার কৃপায় তোমার জ্ঞান হ'ল! এখন কেমন আছ বাবা?

নি। মা আপনাদের কৃপায় ভালই আছি। আপনারা আমার প্রাণ দান দিলেন, এ কৃতজ্ঞতা কেমন ক'রে জানাব মা?

রাণী। বাবা তুমি আমার রক্ষা ক'রেছ, তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার আবশ্যক নাই। তুমি বেশী কথা ক'ওনা একটু বিশ্রাম কর। আমি কবিরাজকে একবার পাঠিয়ে দিচ্চি। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লী—মুন্নার বাটী।

মুন্না।

মু। যদি বাদ্‌শাকেই না বশ করতে পারলেম তবে রূপের অহঙ্কার কিসের জন্য? এ রূপ দেখে কি বাদ্‌শা বশ হবেন না? কেন বেগম কি আমার চেয়ে সুন্দরী? আমার চেয়ে সুন্দরী দিল্লীতে আর কেউ

আছে না কি ? বেগমকে একবার দেখ্‌তে হ'বে, জান্‌তে হ'বে সে কোন গুণে বাদ্‌শাকে বশ করেছে। যদি সে আমার চেয়ে রূপসী হয়, কণ্টক দূর করতে হবে। বাদ্‌শার উপর যাতে বেগমের অবিশ্বাস হয়, আর, বেগমের উপর যাতে বাদশার অবিশ্বাস হয় সেই চেষ্টা করতে হ'বে। তার উপায়ও স্থির ক'রেছি। বাদ্‌শা কোরাণের ভাল ভাল উক্তি স্বহস্তে লিখে বিক্রি করেন। তাই দেখে তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর নকল ক'রে এই জাল চিঠি লিখেছি —

"প্রাণের মুন্না,

যে দিন থেকে তোমার মধুর গান শুনেছি এবং তোমার ঐ প্রাণোন্মাদী রূপ দর্শন ক'রেছি, সেই দিন থেকে আমার সব শান্তি নষ্ট হ'য়েছে, রাজ কার্য্য ভুলেছি, এমন কি আমার প্রেয়সী বেগমকেও ভুলতে বসেছি। কেন তুমি আমার শান্তি নষ্ট করলে ? যদি আমায় মজালে, তবে তুমি আমার হ'তে চাও না কেন ? বল আমার হবে ? তুমি যা' চাও তাই দিব। বেগমকে ত্যাগ করতে বল ত তা'ও করবো।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী,

নসিরুদ্দিন

এই চিঠিখানা নিজেই বেগমের কাছে নিয়ে যাব, দেখে আস্‌বো সে কেমন রূপসী—আর আমিও কেমন রূপসী তাকে দেখিয়ে আস্‌বো তা হলে তা'র বিশ্বাস হতে পারে বাদ্‌শা আমার প্রেমে মুগ্ধ। আর এই চিঠিখানা বাদ্‌শাকে পাঠাতে হ'বে।

জাঁহাপনা,

বেগমের উপর একটু নজর রাখবেন, অত বিশ্বাস ক'রবেন না— তাঁর গুপ্ত প্রণয়ীকে যে প্রেম পত্র লিখেছেন তাহা ভাগ্যচক্রে

আমার হস্তগত হ'য়েছে। যদি অভয় দেন তবে নাম প্রকাশ ক'রতে পারি। আমার নামও আপাততঃ প্রকাশ ক'রতে পারলেম না, আবশ্যক হ'লে পরে জানাব।"

দেখি, এই মতলব কতদূর সফল হয়। আবদুল্—

আবদুলের প্রবেশ।

আ। হুকুম হয়।

মু। দেখ আবদুল, খুব সাবধানে এই চিঠিখানা কোনও রকমে বাদশাকে দিতে হ'বে, দেখো যেন তিনি না জানেন কে চিঠি পাঠাচ্চে। বুঝলে ত?

আ। বেশ বুঝেছি, হুকুম তালিম হ'বে।

(প্রস্থান)

মু। যাই, আমিও একবার বেগম সাহেবকে দেখে আসি। শয়তান, আমার সহায় হও, আজ হয় বেগমের কপাল ভাঙ্‌বো, না হয় আত্মহত্যা করবো। এতদিন রূপের গরবে গরবিণী ছিলেম, কিন্তু সে রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়েছে, বাদ্‌শাকে যদি বশ করতে না পারলেম তবে আর এ রূপে আবশ্যক কি? এ অপমান সহ্য ক'রে আর বাঁচতে সাধ হয় না। মনে করতেম এমন পুরুষ নাই যে নারীর রূপে ভোলে না; কিন্তু এখন দেখছি আমার সে ভ্রম— বাদ্‌শা ত কই আমার রূপে মুগ্ধ হলেন না? তবে এখনও আশা আছে, তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না। তবে আমায় কেন ঘৃণা করবেন? যদি একান্তই করেন, তবে এ ঘৃণিত জীবনে ফল কি? আচ্ছা, বেগমের সর্ব্বনাশ করতে যাচ্চি কেন? হিংসা—রমণীর হিংসা দারুণ বিষ—সে বিষে সে

নিজে জ্বলে মরে, এবং অপরকে জ্বালায়। আজ আমি অকূলে ঝাঁপ দিতে বসেছি, কোথায় যে ভেসে যাব জানি না। কূল পাব কি? এ কি আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্ল কেন? কে যেন অভয় দিয়ে বল্ছে ভয় নাই কুল পাবে। যাই দেখিগে কি হয়।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বেগমের কক্ষ।

বেগম

গীত

প্রাণে প্রাণে বাঁধা মোরা প্রেম-বাঁধনে,
সুখে দুঃখ চিরসাথী মোরা দুজনে।
ভালবাসি প্রাণভরে, সেও ভালবাসে মোরে
সে যে কায়া আমি ছায়া জীবনে মরণে।

বে। বলেছিলেন আজ শরীরটা ভাল নাই, একটু সকাল সকাল আস্বেন। তা ক'ই এখনও ত এলেন না? রাজকার্য্যের জন্য নিজের শরীরের দিকে একটুও লক্ষ্য নাই। সাধারণ লোকে যে টুকু বিশ্রাম ভোগ করে, দিল্লীর বাদ্শা তা' ভোগ করবার অবসর পান না। এ কথা নূতন বটে, কিন্তু নূতন হ'লেও, আমি জানি, সত্য। একটু তাঁর সেবা ক'রবো, তা'ও আমার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। আহা তিনি আমায় কত ভাল বাসেন। আমি তাঁর দাসীরও যোগ্যা নই, তবু কত আদর, কত ভাল বাসা, কত যত্ন। সার্থক আমার জন্ম এমন স্বামী পেয়েছিলেম। যা'রা স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা তা'দের ঐশ্বর্য্যে সুখ কি?

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পা। বেগম সাহেবা, একজন পরমাসুন্দরী রমণী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে—বল্‌ছে বিশেষ দরকার।

বে। আমার সঙ্গে কি দরকার? কে সে? এখনি বাদ্‌শা আসবেন, এখন কি ক'রে দেখা করি। আচ্ছা আস্‌তে বলো—যেন বেশীক্ষণ না থাকে—বাদ্‌শার আসবার সময় হ'য়েছে।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

মুন্নার প্রবেশ

মু। (স্বগত) এই কি দিল্লীশ্বরী! আমি মনে ক'রেছিলেম রত্নালঙ্কারে ভূষিতা কোনও বিদ্যুল্লতা বাদ্‌শার বেগম। কই, তা'ত দেখ্‌ছি না। (প্রকাশ্যে) বেগম সাহেবা, যদি অপরাধ না নেন, তবে একটী বিশেষ গোপনীয় কথা আপনাকে নিবেদন করি।

বে। আপনি কে? আর আপনার গোপনীয় কথাই বা কি? শীঘ্র বলুন, বাদ্‌শার আসবার সময় হ'য়েছে।

মু। আমি কে শুন্‌লে আপনি ঘৃণা করবেন—কিন্তু না বল্লেও নয়। আমার নাম মুন্নাবাঈ—আমি বেশ্যা—বাদ্‌শা আমার রূপে মুগ্ধ—এই দেখুন প্রমাণ (পত্রদান)।

বে। (পত্র পাঠ করিয়া) এ বাদ্‌শার চিঠি কখনই হ'তে পারে না, এ জাল চিঠি, নকল সুন্দর হ'য়েছে স্বীকার করি, কিন্তু এ বাদ্‌শার চিঠি নয়। জানিনা তোমার মতলব কি, তুমি এখান থেকে যাও।

মু। এ বাদ্‌শার চিঠি নয়? কিসে জানলেন নয়?

বে। কিসে জানলেম? আমি বাদ্‌শার হৃদয় জানি, তিনি তোমার মত শয়তানি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকেও ভালবাসেন না, বাস্‌তে পারেন না!

মু। সকল স্ত্রীই ঐরকম ভাবে। পুরুষের প্রাণ ভোলান কথায় ভুলে অনেকেই ঐরকম মনে করে। কিন্তু নারী সরলা, তাই পুরুষের কথায় ভোলে, জানে না যে তারা কত বিশ্বাস ঘাতক। এই সরল বিশ্বাসেই নারীর সর্ব্বনাশ হয়।

বে। অন্য পুরুষ ও বাদ্‌শাতে অনেক প্রভেদ। সূর্য্যের পশ্চিমে উদয় হওয়া সম্ভব, তারকা নিভে যাওয়া সম্ভব, অগ্নির শীতলতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু বাদ্‌শার পবিত্র হৃদয়ে কলুষের ছায়া স্পর্শ অসম্ভব! তুমি যাও, তোমার কোনও কথা আমি শুন্‌তে চাই না। পাপে তোমার মন এত কলুষিত হয়েছে যে তুমি সকলকে তোমার মত মনে কর। কিন্তু বৃথা চেষ্টা— তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না—যাও, এখান থেকে যাও, কিন্তু পাপ গৃহে আর ফিরে যেওনা। পাপ পথ ত্যাগ কর, অনুতাপ কর, তোমার আত্মার মুক্তির জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা কর—আমিও প্রার্থনা করি আল্লা তোমায় সুমতি দিন—যাও।

(মুন্নার প্রস্থান)

বাদ্‌শার প্রবেশ

বা। কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সেলিমা?

বে। এক অভাগিনী কুলটার সঙ্গে?

বা। কুলটার সঙ্গে দিল্লীশ্বরীর কি প্রয়োজন?

বে। আমার কিছু প্রয়োজন ছিল না। জানিনা সে কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বা। কি ক'রে জান্‌লে? তার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাই যখন জান না, তবে তা সফল হয় নি বল্‌ছ কেমন করে?

বে। আমি তা'র কথায় বিশ্বাস করি নাই, তাই অনুমান হয় তা'র উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বা। কি কথা সেলিমা ?

বে। সে কথা মুখে আন্‌লে পাপ হয়, ঐ চিঠি পড়ে রয়েছে, যদি জান্‌তে একান্ত ইচ্ছা করেন পড়্‌তে পারেন। কিন্তু জাঁহাপনা, পড়বার দরকার বোধ করি না।

বা। পড়্‌তে দোষ কি ? (পত্র গ্রহণ ও পাঠান্তে) সেলিমা, এ যে দেখ্‌ছি আমারই লেখা।

বে। দাসীর সঙ্গে দিল্লীশ্বরের উপহাস সাজে না।

বা। উপহাস কিসে জান্‌লে সেলিমা ?

বে। যিনি দয়া করে আমায় হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন, যাঁকে আমি আমার সমস্ত প্রাণ সমর্পণ করেছি, তাঁর হৃদয়ের ভাব জানা কি কঠিন, জাঁহাপনা ?

বা। কঠিন না হ'লেও, এরূপ অটল বিশ্বাস আশ্চর্য্য জনক বটে।

বে। স্বামীর প্রতি যে নারীর অটল বিশ্বাস নাই, তার মত অভাগিনী কে আছে ?

বা। এই গুণেই ত দিল্লীশ্বরকে বশ করেছ। তুমি সেই অভাগিনীকে যা' বল্‌ছিলে তা' সব শুনেছি। আমিও তোমায় কিছু নূতন সংবাদ দিব। শুন্‌ছি নাকি বেগমের গুপ্ত প্রণয়ী আছে এই দেখ—

(মুন্নার পত্র দান)

বে। (পত্র পাঠান্তে) জাঁহাপনার কি বিশ্বাস হয় ?

বা। আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় সেলিমা, তবে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমারই বা বিশ্বাস হ'বে কেমন ক'রে ? না সেলিমা, তোমার উপর আমার অনুমাত্র

সন্দেহ হয় না। আমি রহস্য করবো বলে তোমাকে চিঠি দেখাতে আস্‌ছিলেম, এমন সময় ঘরের ভিতরে তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে একটু বাহিরে অপেক্ষা করলেম। তুমি সেই হতভাগিনীকে যা যা বলেছ সব শুনেছি, শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি, এত সরল বিশ্বাস, এত অটল বিশ্বাস কোথা থেকে পেলে সেলিমা ?

বে। যেখানে প্রাণে প্রাণে মিলন হ'য়েছে, সেখানে সন্দেহের ছায়া আস্‌তে পারে না। একথা জিজ্ঞেস্ করছেন কেন ?

বা। যা'ক এ রহস্যের কারণ আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। মুন্না আমাকে রূপের মোহে মুগ্ধ করবার জন্য অনেক চেষ্টা ক'রেছিল। একদিন আরামবাগে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কাতর চীৎকার ধ্বনি উঠলো "কে আছ অবলাকে রক্ষা কর"। আমি ও আমির খাঁ দৌড়ে গিয়ে দেখি মুন্না থর থর করে কাঁপ্‌ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বল্লে একজন দাসীর সঙ্গে সে হাওয়া খাবার জন্য আরামবাগে এসেছিল, দাসী স্থানান্তরে যাওয়াতে দুই তিন জন দুর্ব্বৃত্ত এসে তার মুখ বাঁধিতে আরম্ভ করে। তাই সে চীৎকার করে'—বল্লে আমাদের আসাতে দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করেছে। আমাকে তার বাটী পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছিল।

বে। কি স্পর্দ্ধা !

বা। স্পর্দ্ধা নয় সেলিমা, কৌশলে জাল বিস্তার ক'রে আমায় সেই জালে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায়, তোমায় আমায় বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য, আমাদের দুজনকে এই দুই খানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। কিন্তু এতেও কৃতকার্য্য না হ'য়ে এবার কি করে দেখা যা'ক্। প্রথমে মনে করেছিলেম তা'কে সমুচিত শাস্তি দিব। কিন্তু সেলিমা তুমি তা'কে যে উপদেশ দিয়েছ,

সেই উপদেশ শুনে শাস্তির সংকল্প ত্যাগ করেছি। ঠিক বলেছ সেলিমা, সে অনুতাপ করুক, অনুতাপ ক'রে আত্মার মুক্তির জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করুক। তোমার উপদেশ শুনে আমার ও আজ জ্ঞান হ'ল। ধন্য সেলিমা!

(পটক্ষেপ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথ—মুন্না।

মু। আমার দর্প চূর্ণ হ'ল—রূপের দর্পে এতদিন পুরুষ গুলাকে পতঙ্গের মত মনে করতেম, রূপের আলোয় পুরুষ-পতঙ্গ পুড়বেই পুড়বে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—বাদশা সে দর্প চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। বাদশা ত কই রূপে ভুললেন না? মনে করেছিলেম তাঁ'র বেগম বোধ হয় অসামান্যা রূপসী, তাই অপর রূপসী তাঁ'র চোখে লাগে না। কিন্তু কই তা'ও ত নয়। বেগম সুন্দরী বটে, কিন্তু আমার চেয়ে নয়—যে রূপে চোখ ঝলসে যায়—সূর্য্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল প্রখর রূপ তা'র নাই—বিমল চন্দ্রকিরণের মত তা'র রূপ স্নিগ্ধ! তাতে উন্মাদিনী শক্তি নাই—কিন্তু কি এক মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তিতে সে বাদশাকে বশ ক'রেছে। স্বামীর প্রতি কি অটল বিশ্বাস! আহা স্বামী কি জিনিষ আমি জানিনা—আমি বেশ্যার ঘরে জন্মে স্বামী যে কি রত্ন তা কখন জানতে পারিনি। বোধ হয় আমার স্বামী থাকলে, আমারও ঐ রকম অটল বিশ্বাস হ'ত।

আমি চিরকাল স্বার্থপর, ভোগবিলাসী, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক পুরুষের সঙ্গে আলাপ করেছি, উদার, পবিত্র-চেতা পুরুষ কখনও দেখি নাই। পুরুষ যে পবিত্রচেতা হ'তে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাই বাদ্‌শা আমার দর্পচূর্ণ করেছেন। নারী জাতিকেও আমি চঞ্চলা, সন্দিগ্ধমনা অপদার্থ জীব মনে করতেম, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে এত অটল বিশ্বাস থাকতে পারে, তা আমার ধারণাই ছিল না। বেগমের কি অটল, অকপট বিশ্বাস! তার মত সুখী কে? তার রত্নালঙ্কার কিছুই নাই, কিন্তু সে তা'র স্বামীর হৃদয়-রাজ্যের রাণী, স্বামী-সোহাগে গরবিণী, আমার মত অসার রূপের গরবে গরবিণী নয়। উঃ প্রাণ জ্বলে গেল! সে আমায় অনুতাপ ক'রতে বলেছে, আমি যে আজন্ম পাপিনী, অনুতাপ করবো কেমন ক'রে? আমি যে কা'রও কাছে প্রাণের ভালবাসা পাই নাই, কাউকে প্রাণভরে ভালবাস্‌তে শিখি নাই—আজ আমার এ মরুহৃদয়ে প্রেমের উৎস কেন উথ্‌লে উঠলো? কেন ভালবাসা পাবার জন্য, প্রাণভরে ভালবাস্‌বার জন্য, আজ প্রাণ এত ব্যাকুল! কি করি! কোথায় যাই! সে পাপগৃহে ফিরে যেতে বেগম বারণ ক'রেছে; প্রাণও সে নরকে আর ফিরে যেতে চায় না। কোথায় যাব? কে আমাকে ভালবাস্‌বে? আমি যে ঘৃণিতা বেশ্যা। পাপীকে যে সবাই ঘৃণা করে—না, না, সবাই ঘৃণা করে না, বাদ্‌শা পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না। বাদ্‌শাকে জয় করতে গিয়ে, নিজে পরাজিতা। তিনি আমায় ভালবাস্‌বেন কেন? আমি যে কলঙ্কিনী, আমার স্থান কোথায়? আমার স্থান মৃত্যুর কোলে। এস মৃত্যু, আমায় কোলে স্থান দাও—আমি আর এ দুঃসহ বিষের জ্বালা সহ্য করতে পারি না।

(বিষপান ও পথপার্শ্বে শয়ন)

মাধব মিশ্রের প্রবেশ

মা। মহেন্দ্রের মত সৎপাত্রের হাতে সুভদ্রাকে অর্পণ ক'রে অবধি আমার হৃদয় যে কি শান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়েছে তা' প্রকাশ করা যায় না। আহা, দুজনে কত সুখী! তাদের সুখ দেখ্‌লে আমারও হৃদয় পুলকিত হয়। আজ যদি সুভদ্রার মাতা জীবিতা থাক্‌তো! ভগবানের যখন তা' ইচ্ছা নয় তবে আমি কেন সে বিষয় ভেবে দুঃখ করি! ঐ যে দেব মন্দিরে আরতি-ধ্বনি শোনা যাচ্চে। যাই আরতি দর্শন করে দুদণ্ড ধ্যানে মগ্ন হইগে। ওকি? কোথা থেকে কাতর ধ্বনি আস্‌ছে? (অগ্রসর হইয়া) একি! পথপার্শ্বে মৃতাবস্থায় কে এ? এযে দেখছি নারী! এখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই! আর দেবালয়ে যাওয়া হ'ল না, যাই মহেন্দ্র ও সুভদ্রাকে ডেকে এনে এ নারীর কোনও ব্যবস্থা করি (প্রস্থান ও কিয়ৎপরে মহেন্দ্র ও সুভদ্রার সহিত মাধব মিশ্রের পুনঃ প্রবেশ)

মা। এই দেখ, মহেন্দ্র আলোটা মুখের কাছে ধর দেখি—আহা কে এ পরমা সুন্দরী রমণী! চক্ষু স্পন্দহীন, কিন্তু এখনও ক্ষীণশ্বাস বইছে, চল সুভদ্রা ধরাধরি ক'রে একে ঘরে নিয়ে যাই, এখনও সেবা ক'রলে বাঁচতে পারে।

ম। বেশভূষা দেখে রমণীকে যবনী বলে বোধ হচ্চে। যবনীকে ঘরে নিয়ে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ হবে কি?

মা। মহেন্দ্র, বিপন্না নারী যবনীই হ'ক আর যেই হ'ক, তার সাহায্য করা উচিত। বিপন্নের সাহায্য করা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর আছে কি? চল বৃথা সময় নষ্ট করে কাজ নাই।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

মাধবের গৃহ।

সু। বাবা, আপনি যে পাতার রস খাইয়ে ছিলেন, তা' খেয়ে একবারে অনেকটা বমি হ'য়ে গেছে।

মা। ভালই হ'য়েছে। বোধ হয় রমণী বিষ পান ক'রে ছিল, বমির সঙ্গে ঐ বিষ উঠে গিয়ে থাকবে। এবার বোধ হয় জ্ঞান হলেও হ'তে পারে, নাড়ীর অবস্থা একটু যেন ভাল বোধ হচ্চে। বসিয়ে রাখ, মহেন্দ্র মাথায় বাতাস কর।

ম। এইবার বোধ হয় জ্ঞান আস্ছে—চোখ খুল্ছে দেখুন।

মু। আঃ একটু জল! উঃ বড় জ্বালা! প্রাণ যে জ্বলে গেল! (জলপান করিয়া) আর একটু জল দাও। কে তোমরা? আমি কোথায়?

মা। মা ভয় নাই, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এটি আমার কন্যা, এটি জামাতা। তুমি কে মা?

মু। পিতঃ আমাকে মা ব'লে ডেকেছ, বল আমায় ঘৃণা ক'রবে না?

মা। ঘৃণা করবো কেন মা? মানুষকে কি মানুষের ঘৃণা করা উচিত?

মু। ঘৃণা করবে না? (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি ব্রাহ্মণ, আমি মুসলমান. শুধু তাই নয় আমি ঘোর পাপী—আমি কুলটা। (সুভদ্রার প্রতি) তুমি শিউরে উঠ্লে যে? আমায় ছুঁয়োনা, আমি কুলটা, সত্যই আমি কুলটা! কেন তোমরা আমায় বাঁচালে? আমি কি সুখে

বাঁচ্‌বো ? বেঁচে আমি কি ক'রবো ? কোথায় যাব ? বাঁচ্‌তে আমার সাধ নেই বলেই ত আমি আত্মহত্যা করেছিলেম। কেন তোমরা আমায় বাঁচালে ? আমার উপায় কি হ'বে ?

মা। মা স্থির হও। ভগবান তোমার উপায় ক'র্‌বেন। যিনি এই দুনিয়ার মালিক তিনি তোমার একটা না একটা উপায় নিশ্চয়ই ক'রবেন। আত্মহত্যা মহাপাপ, ও সংকল্প ত্যাগ কর। সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। ঈশ্বর দয়াময়, তিনি পদে পদে আমাদের শত শত অপরাধ ক্ষমা করছেন। তিনি তোমায় কখনই ত্যাগ করবেন না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েছে, পাপে যখন তোমার ঘৃণা জন্মেছে, তখন মুক্তি তোমার সন্নিকট। অনুতাপে মুক্তি. তোমার যখন অনুতাপ এসেছে, তখন মুক্তির ভাবনা আর নাই।

মু। মুক্তি ? আমার কি মুক্তি হ'বে ? মুক্তি কা'কে বলে আমি জানি না। আমি শান্তি চাই! আমার প্রাণ বড়ই কাতর হ'য়েছে, আমার গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়েছে। আমি রূপের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে পবিত্র আত্মা বাদ্‌শাকে মুগ্ধ করতে গেছিলেম। কিন্তু বাদ্‌শা আমার প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই। তারপর বাদ্‌শা বেগমে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু উভয়ের কি অটল বিশ্বাস! তা'তেও আমি কৃতকার্য্য হই নাই। তা'তে আমার দুঃখ নাই— আমার দুঃখ আমি বেশ্যার ঘরে কেন জন্মে ছিলেম, তাইত স্বামীর ভালবাসা পাই নাই, বেগমের মত প্রাণভরে স্বামীকে ভালবাস্‌বার সৌভাগ্য আমার কেন ঘটে নাই ? এতদিন ভালবাসা কা'কে বলে জান্‌তেম না, কা'কেও ভালবাসিনি, ভালবাস্‌বার ইচ্ছাও হয় নি। কিন্তু বাদ্‌শা বেগমের নির্ম্মল, অকপট প্রেম দেখে আমার প্রাণভরে ভালবাস্‌বার আকাঙ্ক্ষা হ'য়েছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির

উপায় নাই। আমার যদি স্বামী থাকতো, তা'হলে সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হ'ত। এখন আমার মৃত্যুই ভাল।

মা। মা আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি, জগতের উপকারের জন্য ভগবান তোমার মরু হৃদয়ে মধুর প্রেমের প্রস্রবন সৃজন করেছেন। তুমি স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা—স্বামী-প্রেম লাভের জন্য তোমার এত আকাঙ্ক্ষা এ অতি উত্তম কথা! কিন্তু এর চেয়ে উত্তম জিনিষ আছে—আমার বিশ্বাস ভগবান তোমার সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য রেখেছেন।

মু। কি সে উদ্দেশ্য?

মা। বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে বিপন্নেব সেবা। পত্নীপ্রেম দেখাবার সুযোগ ভগবান তোমায় দেন নাই, কিন্তু প্রেমেব চরমোৎকর্ষ মাতৃ প্রেম। সেই মাতৃপ্রেম দেখাবার জন্য সেবাব্রত গ্রহণ কর, দেখ্‌বে শত সহস্র লোকে তোমার পদধূলি গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'বে।

মু। (নতজানু হইয়া) ব্রাহ্মণ তুমি কে? এমন কথা ত আমায় কেউ কখন শোনায় নি? তোমার কথায় আমার প্রাণ শীতল হ'য়ে যাচ্ছে, আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হচ্চে। (উঠিয়া) আমি বাঁচ্‌বো, সেবাব্রত গ্রহণ করবো, আজ থেকে সেই ব্রত গ্রহণ করলেম। আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সে সম্পত্তি বিপন্ন সেবায় ব্যয় করবার জন্য তোমার হাতে ন্যস্ত করলেম। আমি আজ থেকে ভিখারিণী, এই নাও আমার রত্নালঙ্কার।

মা। মা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভগবানের নাম করে দিন পাত করি, সম্পত্তি বা রত্নালঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? তুমি যে সেবাব্রত গ্রহণ করলে তাইতে ঐ সম্পত্তি ব্যয় কর, অর্থের সার্থকতা হবে।

মু। সেই ভাল এখন তবে আসি।

সু। ভগ্নি, বল আমায় ক্ষমা করলে?

ম। কিসের ক্ষমা বোন্?

মু। এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার প্রতি আমার যে ঘৃণার উদ্রেক হ'য়েছিল, বল তা'র জন্য ক্ষমা করলে ?

মু। আমার পাপজীবনের কথা শুনে কার না ঘৃণা হয়, তার জন্য ক্ষমা কি বোন্। তোমরা যে আমায় নব জীবন দান করলে, নূতন চক্ষু উন্মীলন করলে, এ ঋণ কি কথনও পরিশোধ ক'রতে পারবো ! পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার ব্রত সফল হয়। বোন্ তুমিও এ অভাগিনীর জন্য প্রার্থনা ক'রো।

মা। মা, আমি যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই আমার কথা মিথ্যা হবে না— কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি যেন তোমার ব্রত সফল হয়।

(মুন্নার প্রস্থান)

কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! ভগবান্ কা'র দ্বারা কখন কি ভাবে কাজ করান, তা বলা যায় না। ধন্য ভগবান্ ! তোমার মহিমা বোঝে সাধ্য কার ?

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্গলরাজের কক্ষ

নির্ভয়চাঁদ ও তারা

নি। এখন আমি বেশ আরোগ্য লাভ ক'রেছি, এইবার আমায় বিদায় দিন।

তা। আরও দু এক দিন থেকে গেলে ভাল হ'ত না ?

নি। আর কতদিন আপনাদের কষ্ট দিব ?

তা। আমাদের আর কষ্ট কি ? আপনারই কষ্ট।

নি। আমার কষ্ট ? স্বর্গে এর চেয়ে সুখ আছে কিনা জানি না। কিন্তু আর কতদিন এখানে থাকবো ?

পরিচারিকার প্রবেশ

প। এই যে দিদিমণি এরই মধ্যে ফিস্‌ফিস্ ক'রে মনের কথা কইতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছ। যা' বলবার বলে নাও, এখনি রাণীমা আসবেন।

নি। তোমার দিদিমণি এমন কোনও কথা বলেন নি—আমি বল্‌ছিলেম এইবার আমি সেরেছি, এখন আমায় বিদায় দিন। তাইতে উনি বল্‌ছিলেন আরও দুদিন থেকে গেলে ভাল হ'ত।

প। ওঃ দিদিমণির এর মধ্যেই এত দরদ, তবু এখনও বে হয় নি—হবার কথা হচ্ছে যদিও !

তা। দূর, তুই এখান থেকে যা—

পা। তা'ত তাড়াবেই, কথার অসুবিধা হচ্ছে কি না ? আচ্ছা এখন চল্লুম।

(প্রস্থান)

নি। পরিচারিকার কথা কি সত্য ? অসম্ভব ! অর্গলরাজের কন্যার সহিত আমার বিবাহ ? অসম্ভব কথা ! আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কি ?

তা। কি কথা ?

নি। অর্গলরাজ কন্যার হৃদয়ের এককোণে আমার মত দরিদ্র রাজপুতের স্থানলাভ অসম্ভব নয় কি ?

তা। আপনার বীরত্বে সকলেই মুগ্ধ, আপনি আমার মাতার উদ্ধার কর্তা, অতএব আপনার কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

নি। তারা, কৃতজ্ঞতা এক জিনিষ, ভালবাসা আর এক জিনিষ। এই দেবীর ভালবাসা যে লাভ করতে পারবে তার চেয়ে সুখী আর কে আছে ?

তা। আমি ত আর দেবী নই।

নি। হ্যাঁ তারা, যদি অপরাধ না নাও তবে বলি, তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সমস্ত হৃদয় অধিকার করে রয়েছ। শুধু জানতে সাধ হয় আমি যা'কে ভালবেসেছি, সে আমায় ভালবাসে কি না ?

তা। আপনার কি মনে হয় ?

নি। কিছুই ত বুঝতে পারি নি, তারা।

তা। তবে আপনি কিছুই ভালবাসেন না। যে যাকে ভালবাসে তার মনের ভাব বুঝতে বাকি থাকে না !

নি। তবে কি তুমি সত্যই আমায় ভালবাস।

তা। সত্যই ভালবাসি।

পরিচারিকার পুঃন প্রবেশ

দ। বেশ, দিদিমণি বেশ ! যাই রাণী মাকে খবর দিই গে, তিনি শুনে সুখী হবেন।

(প্রস্থান)

রাজা ও রাণীর প্রবেশ

রা। নির্ভরচাঁদ এখন কেমন আছ ?

নি। আপনাদের কৃপায় এখন বেশ ভাল আছি, এইবার বিদায় দিন।

রা। তোমায় এ রকম ক'রে বিদায় দিতে প্রাণ চায় না। আমাদের ইচ্ছা তোমার সঙ্গে তারার বিবাহ দিই। এতে তোমার কি মত ?

নি। অসম্ভব !

রা। কেন অসম্ভব ? তোমার কি তবে মত নাই ?

নি। না না, তা বল্‌ছি না, তবে আমি গরীব, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিলে আপনাদের বংশের গৌরবহানি হ'তে পারে, তাই বল্‌ছিলেম।

রা। প্রকৃত মনুষ্যত্বই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে, তুমি সেই মনুষ্যত্ব দেখিয়েছ অতএব তোমার বংশ গৌরব এখন অতি উজ্জ্বল। তোমাকে কন্যাদান করলে আমার গৌরব বৃদ্ধি হ'বে বলে মনে করি।

নি। আপনি অতি উদার তাই একথা বল্‌ছেন, কিন্তু লোকে যে আপনাকে নিন্দা ক'রবে।

রাণী। মূর্খ লোকেরাই নিন্দা ক'রবে, যারা মনুষ্যত্বের আদর জানে, তারা নিন্দা না করে বরং প্রশংসাই ক'রবে।

রা। ঠিক্ বলেছ রাণী, মূর্খ লোকেরাই নিন্দা ক'রবে, যাদের হৃদয় ছোট তারাই মানুষকে ছোট মাপ কাটিতে মেপে ছোট ক'রতে চায়। যাক্, তা'হলে তোমার অন্য আপত্তি নাই।

নি। অন্য আপত্তি কি থাকৃতে পারে? এত পরম সৌভাগ্যের কথা।

রা। বেশ, তবে আগামী পঞ্চমী তিথিতে শুভ বিবাহের দিন স্থির করলেম। সেই দিন শুভলগ্নে তোমার হাতে তারাকে অর্পণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার কতক পরিচয় দিব।

নি। বার বার কৃতজ্ঞতার কথা তুলে আমায় লজ্জা দিবেন না। কর্ত্তব্য-পালনে প্রশংসা কিছুই নাই—কর্ত্তব্য পালন না করাই দোষ।

রা। ভাল তবে বীরের আদর করা রাজার কর্ত্তব্য, আমিও বীরের আদর ক'রে আমার কর্ত্তব্য পালন করবো। আর দিন নাই, আমি সব বন্দোবস্ত করিগে!

(রাজা ও রাণীর প্রস্থান)

সখিগণেরপ্রবেশ

১ম স। সই, শুন্‌ছি নাকি তোমার বিয়ে? বেশ যা' হক, এত দিন বলনি কেন আমরা কি তোমার হৃদয়চাঁদকে কেড়ে নিতুম? রোগ যে ধরেছে, তা' ত আমরা অনেক দিন অনুমান ক'রেছি অত অন্যমনস্ক—অত নীরবে দীর্ঘশ্বাস—আহার নিদ্রা ত্যাগ—এসব লক্ষণ দেখেই আমরা ঠিক ক'রেছিলেম রোগ কঠিন।

২য়। তা কি ভাই হয় না? রোগীর সেবা ক'রতে গিয়ে নিজের রোগ ধরলো—প্রেম রোগটাও যে ছোঁয়াচে।

৩য়। রোগীকে এক রোগ থেকে আরাম ক'রে আর এক দারুণ রোগে ফেল্‌লে।

নি। ঠিক বলেছ, বিষম দারুণ রোগে ফেলেছে, প্রাণে বাঁচিয়ে আবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তোমাদের সখির এ কি অন্যায় নয়?

৩য়। সখির অন্যায় কিছুই নয়। তবে এত বড় একটা হোমরা চোম্‌রা বীরকে আমাদের সখি এত সহজে কাবু ক'রতে পেরেছে তাতে তা'র বাহাদুরী আছে বটে!

২য়। শুধু কাবু, একেবারে হাবুডুবু!

১ম। চাঁদের সঙ্গে তারার মিলন এতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ভাই, নির্ভয় চাঁদ আমাদের একটু ভয়—

নি। কিসের ভয়?

১ম। ভয় এই চাঁদে একটা কলঙ্ক আছে—একটা তারায় সন্তুষ্ট নন্, অশ্বিনী, ভরণী কৃত্তিকা, রোহিণী ক'রে তাঁর নাকি সাতাশটি তারা আছে।

নি। আকাশে যেমন তারা অনেক আছে, কিন্তু ধ্রুব তারা একটি, তেমনি আমার হৃদয়াকাশের ধ্রুব তারাও একটি—সেইটি তোমাদের এই তারা।

সখিগণের গীত।

কোথায় এমন শিখ্‌লে চুরি, এ চাতুরী কওনা নাগর
অবলার মন চুরি করা, এ কোন—রীতি রসের সাগর ?
প্রাণ নিয়ে যে খেল্‌ছ খেলা, (শেষে) হয় না যেন পায়ে ঠেলা,
চোখের নেশা ভাঙ্গলে যেন প্রেম পিপাসা যায় না তোমার।

তৃতীয় দৃশ্য

ললিত ও লবঙ্গ।

ল। ও লবঙ্গ শুনেছ ? বড় মজার খবর !

লব। কি খবর ?

ল। খবর ভাল, আমাদের কপাল ফিরেছে। তোমার এখন কি চাই বল ?

লব। আমার আবার কি চাই ? কিছু চাই না !

ল। কিছু চাও না ? গহনা ? টাকা ?

লব। গহনা টাকার আমার দরকার কি ?

ল। আমায় অবাক্ ক'রলে যে ! গহনা টাকার দরকার নেই ? গহনা চায় না এমন স্ত্রীলোক আছে না কি ?

লব। কেন থাক্‌বে না ? সীতেয় সিঁদুর ও হাতে শাঁখা—এর চেয়ে আর মেয়ে মানুষের কি গহনা থাক্‌তে পারে ? এই দুই অলঙ্কার থাক্‌লে আমার আর অন্য কিছুতে দরকার নাই।

ল। ওই গুণেই ত গোলাম ক'রে রেখেছ ! কিন্তু আমার কি সাধ যায় না, তোমায় ভাল গহনা দিই, ক্ষমতা নেই তা' কি ক'রবো বলো।

নইলে তোমার সোণার অঙ্গ সোণা দিয়ে মুড়ে রাখ্‌তেম্। তা' যাক্ এই বার একটু সুযোগ হয়েছে, এই বার সাধ মিট্‌তে পারে।

নব। কি ব্যাপার কি? খুলেই বল না?

ন। শোননি রাজার কন্যার বিবাহ?

নব। তাই নাকি? তবে ত তোমার পোয়া বারো—রাজবাড়ীতে ভোজটা হ'বে ভাল।

ন। আরে সে ত আছেই। তা ছাড়া রাজাকে বল্লে এখন যা চাইবো পেতে পারি। রাজা আমার কি রকম খাতির করেন তা ত জান না! কি চাই বল দেখি?

নব। একটা গরু চাও—তুমি দুধ ভালবাস, দুধ খাবে, সন্দেশ, ছানা, ক্ষীর দই ক'রে দোব, খুব খাবে—তা' হলে আর নিমন্ত্রণের জন্য প্রাণটা ছোঁক ছোঁক করবে না। তা' ছাড়া গোবরে ঘুটে হ'বে, আমার গো সেবা করা হ'বে।

ন। আরে গো সেবা ত তুমি আজ দশ বৎসর করছো, যে দিন থেকে আমার হাতে পড়েছ সেই দিন থেকেই ত গো সেবা করছো। আমি জানতেম্ আমিই একটা গরু, তুমিও যে মস্ত একটা গরু তা জানতেম্ না। এমন সুযোগ—রাজ কন্যার বিয়ে—কোথায় হীরে, মুক্তো, হাতী, ঘোড়া, উট চাইবে—তা না একটা গরু—তোমার বুদ্ধি একেবারে সরু।

নব। তা' হক, আমার সরু বুদ্ধিই ভাল, তোমার মোটা বুদ্ধি তোমার থাক্। তুমি একটা গরু চেও।

ন। তা' যেন চাইলেম্ তুমি কিন্তু মতলবটা সব ভেস্তে দিলে। আমি ভাবছিলেম রাজকন্যার বিবাহে কিছু টাকা কড়ি চেয়ে, তোমার জন্য কিছু গহনা গড়িয়ে দিব, আর দু এক খানা ভাল কাপড় কিনে

দিব। তা' নয় একটা গরু—ঘুঁটে কুড়ুনির ভাগ্যে বিধাতা সুখ লেখেন নি তা আমি কি ক'রবো !

লব। বেশ্ গো বেশ্, তোমায় অত দর্শনশাস্ত্র আওড়াতে হ'বে না। বলি, রাজ কন্যার বিয়ে হ'ল কার সঙ্গে ?

ল। তা বুঝি জান না ? একটা দরিদ্র রাজপুতের সঙ্গে। কত রাজার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল, সে সব ছেড়ে একটা দরিদ্র রাজপুতের সঙ্গে কন্যার বিবাহ—

লব। ওঃ বুঝেছি—যে রাজপুত বীর রাণীমাকে উদ্ধার ক'রেছিল, তার সঙ্গে বুঝি ?

ল। ঠিক্ ধরেছ, তবে না কি তোমার বুদ্ধি নেই—

লব। তোমার চেয়ে আছে বৈকি—নইলে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

ল। শুধু চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—নাকে দড়ি দিয়ে। সাবাস্, একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছ।

লব। তা নয়, তা নয়। এই দেখ, এই ত মোটা বুদ্ধির পরিচয় দিলে। আমি বল্লুম এক, আর তুমি বুঝ্লে আর—আমি বল্লুম তুমি ত সংসারের কিছু দেখ না, বোঝোও না—আমারই ওপর সব ভার। তা' আমি ত তোমার সংসার এক রকম চালিয়ে নিয়ে যাচ্চি—এখন কিছু বুঝতে পারছো না, আমি মরলে তখন বুঝবে।

ল। ভাখো লবঙ্গ, ও কথা মুখে এনো না, জান না কি আমার ওতে কষ্ট হয়।

লব। মুখে বলছো কষ্ট হয়, কিন্তু আমি মরলে ছ মাস যে'তে না যে'তে আবার বিয়ে করবে। সব পুরুষেই ওই রকম বলে, কিন্তু দুদিন যে'তে না যে'তে আবার বিয়ে করে বসে—ওজর কি ? না ছোট ছেলেদের দেখ্বে কে ? তুমিও তাই বলবে ও করবে।

ল। লবঙ্গ তুমি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাও ? বেস তবে চল্লুম।

(গমনোদ্যত)

লব। আচ্ছা, আচ্ছা আর বল্‌বো না, তুমি যেও না। তবে না বলেও আর থাকতে পারি নি যে আমি অমর নই।

ল। ফের ঐ কথা— আমি চল্লুম।

লব। না না তোমার পায়ে পড়ি যেওনা। আচ্ছা আর বল্‌বো না। রাজ কন্যার বে'র দিন হ'ল কবে?

ল। আগামী পঞ্চমী তিথিতে—দিন তিন চার পরে। আচ্ছা এই যে দরিদ্র রাজপুতের সঙ্গে রাজ কন্যার বিয়ে হ'চ্ছে এতে তোমার মত কি?

লব। গরীব হ'লে কি হয়, তা'র গুণ আছে, বীরত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে রকম বীরের সঙ্গে রাজ-কন্যার বিবাহ ত গৌরবের কথা-ভাগ্যের কথা।

ল। গরীবের আবার মনুষ্যত্ব কোথায়, মনুষ্যত্ব থাক্‌লেও কেউ তা' দেখে না, কিন্তু ধনীর মনুষ্যত্ব না থাক্‌লেও তার মান, সম্ভ্রম, মনুষ্যত্ব এমন কি দেবত্ব পর্য্যন্ত হয়—টাকায় সব হয়, টাকা না থাক্‌লে কিছুই হয় না।

লব। সাধারণ লোকে তাই মনে করে বটে, কিন্তু জ্ঞানী লোকে তা' মনে করে না। রাজা আমাদের জ্ঞানী ও গুণী তাই গুণের আদর করতে পেরেছেন।

ল। তুমিও তা হ'লে মস্ত জ্ঞানী—নইলে আমার মত গরীবের এত আদর যত্ন করবে কেন? নিশ্চয় গুণ আছে বলে তাই ত! বাক্‌ বাজে কথা—আমায় একবার রাজবাড়ীতে যেতে হ'বে, রাজার হুকুম হ'য়েছে। আমি না থাক্‌লে রাজবাড়ির কোনও কাজই হয় না।

লব। যাও তবে—বোধ হয় ভোজনের ফর্দ্দ টর্দ্দ করতে হবে, ও কাজে অমন দক্ষ ত আর কেউ নেই। গরুর কথাটা ভুলো না।

ল। আরে না, নিজেকে কখন ভুল্‌তে পারি।

———

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ সভা—রাজা, হীরা সিং, সভাসদ্‌বর্গ ও ললিত

রা। আজ আমার একটা বিশেষ কথা আছে। তোমরা সকলেই জান নির্ভয়চাঁদ নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে রাণীকে ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। ওরা দু ভাই ও অন্যান্য রাজপুতেরা সে দিন যে বীরত্ব দেখিয়েছে সে সব কথা তোমাদের কা'রো অবিদিত নাই। আমি ইচ্ছা ক'রেছি নির্ভয়চাঁদের সঙ্গে আগামী পঞ্চমী তিথিতে আমার কন্যা তারার বিবাহ দিব।

হী। সে কি মহারাজ? ওরূপ একটা গরীবের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলে আমাদের নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক হ'বে, রাজবংশের অপমান হ'বে।

রা। রাজবংশের বরং গৌরব বৃদ্ধি হ'বে।

হী। কেন আমাদের রাজবংশে কি আর পাত্র নাই? আমার পুত্র কুমার সিং ত রাজকুমারীর হস্ত প্রার্থী ছিল—তার মত রূপবান আর এ রাজ্যে কেউ আছে কি না সন্দেহ।

রা। সত্য, কিন্তু শুধু রূপ থাক্‌লে কি হয়, গুণ কোথায়? জাফর খাঁর বিরুদ্ধে দেশের যখন সমস্ত রাজপুত যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন তোমার পুত্র কুমার সিং কোথায় ছিল?

হী। তা'র শরীর অসুস্থ ব'লে যুদ্ধে যে'তে পারে নাই।

রা। শরীর অসুস্থ? আমি সব জানি হীরা সিং, আমার কাছে আর কপটতার প্রয়োজন নাই। যখন দেশের সমস্ত রাজপুত দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে উদ্যত ছিল, তখন তোমার বীর পুত্র বারাঙ্গনা পরিবেষ্টিত হ'য়ে দেশের সেবা না ক'রে সুরার সেবায় নিযুক্ত ছিল। আমি সব শুনেছি হীরা সিং, তোমার পুত্র এ রাজবংশের কলঙ্ক; রাজপুত নামের অনুপযুক্ত তার সঙ্গে আমার

কন্যার বিবাহ অসম্ভব—নির্ভয়চাঁদ দরিদ্র হ'লেও কুমার সিংএর চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

হী। এত অপমান? এর প্রতিশোধ চাই।

রা। বেশ কথা প্রতিশোধের সাধ এখনি মিটাতে পার (অসি নিষ্কাসিত করিয়া) অসি ধর, তোমার সে সাধ মিটাই।

হী। আজ নয় আর একদিন হ'বে।

(প্রস্থান)

রা। বেশ কথা! যাক্ এ বিবাহে তোমাদের মতামত কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি যে দারিদ্র্যকে দোষ মনে না করে মনুষ্যত্বের আদরের জন্য এই বিবাহের প্রস্তাব করেছেন, ইহা শুধু আপনার উচ্চ হৃদয়ের নহে, সাহসেরও পরিচায়ক। আমরা এ প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখী হ'য়েছি।

রা। ললিত, তোমার কি মত?

ল। মহারাজ, মন্ত্রী মহাশয় যা' বল্লেন, আমার মন্ত্রীও ঠিক্ ঐ কথাই বলেছেন।

রা। তোমার আবার মন্ত্রী কে ললিত? গৃহিণী বুঝি?

ল। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বলেন যে গরীব হ'লে কি হয় যা'র গুণ আছে, বীরত্ব আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তা'র সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ ত গৌরবের কথা-ভাগ্যের কথা!

রা। ললিত, দেখ্ছি তোমার চেয়ে তোমার স্ত্রী বুদ্ধিমতী।

ল। আজ্ঞে, সকলেরই তাই।

প্রহরীর প্রবেশ

প্র। মহারাজের জয় হ'ক। বাদশার নিকট থেকে একজন দূত পত্র নিয়ে এসেছে, মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চায়।

রা তা'কে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

বাদ্‌শার কাছ থেকে কি পত্র আস্‌তে পারে? বোধ হয় আমি যে তাঁকে জাফর খাঁর সম্বন্ধে চিঠি পাঠিয়েছি, তারই একটা কড়া রকমের উত্তর।

প্রহরীর সহিত দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ, বাদ্‌শা আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন (পত্রদান)

রা। (পত্রপাঠ) অর্গলরাজ,

আমি জাফর খাঁর কার্য্যে বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত আছি এবং তার কাপুরুষতার জন্য তাহাকে পদচ্যুত ক'রেছি। আপনার ও আপনার রাণীর বীরত্বে মুগ্ধ হ'য়েছি। আপনার সহিত আর আমার শত্রুতা করবার ইচ্ছা নাই। মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছুক। আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি থাকিবে না।

নসিরুদ্দিন

এ কি স্বপ্ন না সত্য? দিল্লীশ্বর এত উদার এত মহান্! দূত, যাও এ পত্রের উত্তর আমি পরে পাঠিয়ে দিব। এই নাও যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার। (মুক্তার মালা প্রদান)

(দূতের প্রস্থান)

ম। মহারাজ আজ বড় আনন্দের দিন। রাজ্যময় ঘোষণার আদেশ দিন যে আজ থেকে দিল্লীশ্বর আমাদের শত্রু নয়, মিত্র।

রা। তা ত দিতেই হ'বে। আরও ঘোষণা ক'রে দাও আজ থেকে সাতদিন এই উপলক্ষ্যে রাজ্যময় আনন্দোৎসব হ'বে। বাদ্‌শার পত্রের উত্তর লিখে দিচ্চি, কে নিয়ে যাবে? ললিত, তুমিই কেন যাও না? বাদ্‌শার মত সাধু পুরুষের দর্শন লাভ হ'বে?

। লতা'ত হ'বে জানি—বিলক্ষণ পুরস্কারও পেতে পারি, তার ত নমুনা আপনিই দেখিয়েছেন—দূত যে পুরস্কার পেলে তা'ত স্বচক্ষে দেখ্‌লেম। কিন্তু কথা হচ্চে কি আপনার-কোন আদেশটা পালন করি—এই মাত্র সাতদিন প্রজাদের আনন্দোৎসব করবার আদেশ দিলেন, তবে আবার আমায় দূত ক'রে দিল্লিতে পাঠাচ্ছেন কেমন করে?

রা। কেন? তাতে আনন্দোৎসবের ব্যাঘাতটা কি?

ল। আমি না থাকলে আমার গৃহিণী যে নিরানন্দ সাগরে ডুবে যাবে, আনন্দোৎসবে যোগদান ক'রবে কি ক'রে।

রা। হাঃ হাঃ হাঃ, তাই বল। তুমি গৃহিণীর বিরহে দুদিনও থাকতে পারবে না, নিরানন্দ সাগরে তোমার গৃহিণী ডুব্‌বেন না, তুমিই ডুব্‌বে।

ল। আজ্ঞে উভয়েই।

রা। ভাল তোমার গিয়ে কায নাই—অন্য দূত পাঠাচ্চি।

ল। মহারাজ, গৃহিণীর একটি ভিক্ষা আছে। একটি গরু তা'র চাই।

রা। সে কি? তুমি থাকতে আর গরুতে প্রয়োজন?

ল। এই ত মহারাজ, রাজনীতিই শিখেছেন, ব্যাকরণ শাস্ত্রটা অধ্যয়ন ভাল হয়নি, তা' হলে আমাকে বলীবর্দ্দ, বৃষভ, বলদ বা চলতি ভাষায় ষাঁড় বা দামড়া না বলে গরু বলতেন না।

রা। হাঃ হাঃ হাঃ আচ্ছা ব্যাকরণ শাস্ত্রটা তোমার কাছেই শেখা যাবে—এখন ব্যাপারটা কি খুলে বল।

ল। ব্যাপার আর কি? আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলেম, রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজবাটি থেকে বিদায়টা নিশ্চয়ই বিরাট রকমের হ'বে, তা' তোমার জন্য কি চাইবো বল—গহনা না টাকা, না হাতী না ঘোড়া, কি? সে কি না বল্লে "গহনায় আমার আবশ্যক কি?

একটা গরু চেও দুধ সন্দেশ, ছানা খাবে আর আমারও গোসেবা হবে। আপনিই বিচার করুন, তা'র বুদ্ধিটা গরুর মত কি না।

বা। ললিত, তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি অমন সতী সাধ্বী রমণীকে গৃহিণী স্বরূপ পেয়েছ। তোমার গৃহিণী রমণী কুলের আদর্শ। ভাল তাই হ'বে। এখন সভাভঙ্গ করা যা'ক।

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

অর্গলের পথ—জাফর খাঁ

জা। আজ অর্গল রাজ্য আনন্দে মগ্ন, নাগরিকগণের হাস্যকোলাহলে, নৃত্যগীতে রাজ্যময় আনন্দ-স্রোত ব'য়ে যাচ্চে। আর জাফর খাঁ? দিল্লীর সেনাপতি জাফর খাঁ আজ পদচ্যুত, অপমানিত! অপরাধ? অপরাধ প্রভুর কল্যাণ সাধনের চেষ্টা! অর্গল রাজের সঙ্গে আমার কিসের বিবাদ? আমার কি নিজের কোনও স্বার্থ আছে? কিছু নয়। শুধু প্রভুর আদেশ পালন!—পুরস্কার? পদচ্যুতি! এক একবার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌ছে, এই অবিচারের জন্য বাদ্‌শাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করছে সে শিক্ষা দেওয়াও অতি সহজ, কিন্তু অতি কষ্টে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দমন করেছি।

পশ্চাৎদিক হইতে গৌতম সিংহের প্রবেশ

রা। আজ আমার সকল প্রজা আনন্দে মগ্ন—নিরানন্দের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ কে তুমি? এত প্রতিহিংসা বাসনা কেন? কা'র উপর প্রতিহিংসা?

জা। তুমি কে? চিনেছি। অর্গলের রাজা গৌতম সিং। আমি আপনারই কাছে যাচ্ছিলেম—আমি জাফর খাঁ।

রা। (অসি নিষ্কাসিত করিয়া) জাফর খাঁ, সেনাপতি জাফর খাঁ?

জা। এখন আর সেনাপতি নই, ছিলেম বটে! ভয় নাই, অসি কোষবদ্ধ করুন, আমি আপনার প্রাণ সংহারের জন্য আসি নাই, বিশ্বাস না হয়, এই নিন্ আমার তরবারি গ্রহণ করুন।

রা। (অসি কোষ বদ্ধ করিয়া) না না শত্রু হ'লেও, এখন আমি আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি না। আপনার কি প্রয়োজন? যদি আপত্তি না থাকে আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন।

জা। না, এখানে যখন সাক্ষাৎ হ'ল তখন আর আপনার গৃহে যাবার আবশ্যক নাই। এ স্থানটি বেশ নির্জ্জন, এই খানেই বলি। হীরা সিং নামে আপনার যে আত্মীয় আছে, তা'র উপর নজর রাখবেন, সে আপনার পরম শত্রু। সে আপনাকে হত্যা করে আপনার সিংহাসন দখল করবার চেষ্টায় ছিল—আমার কাছে এসে ঐরূপ নীচ প্রস্তাব ক'রেছিল। আমি ওরূপ গুপ্ত হত্যায় সম্মত না হওয়ায় সেই আমাকে সংবাদ দেয় যে গ্রহণের দিন রাণী গঙ্গাস্নানে যাবেন এবং সেই সময়ে রাণীকে বন্দিনী করতে সেই রাজপুত কলঙ্কই আমাকে পরামর্শ দেয়।

রা। আপনি হত্যায় অস্বীকৃত হ'য়ে উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আবার এরূপ অন্যায় পরামর্শ গ্রহণ করলেন কেন? সেটা আপনার ন্যায় বীরের পক্ষে উচিত হয় নাই।

জা। কেন উচিত হয় নাই বুঝলেম না। যুদ্ধে আবার ন্যায় অন্যায়ের বিচার কি? যুদ্ধটাই কি নীতি বিরুদ্ধ নয়? পরের রাজ্য বাহুবলে কেড়ে লওয়া, লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হ'য়ে পরের স্বাধীনতা হরণ করা কোন্ নীতিশাস্ত্র সম্মত? রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, নিরীহ প্রজাদের

রক্তে নদী বয়ে যায়, কত সতী সাধ্বী বিধবা হয়, কত শিশু সন্তান পিতৃহারা হয়, কত বৃদ্ধ বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, অন্ধের যষ্টী স্বরূপ পুত্রদের হারায়। এই যে ঘরে ঘরে হাহাকার এ সং ঘটান কোন্ নীতিশাস্ত্র সম্মত ?

রা। সত্য, কিন্তু অসহায় রমণীকে বন্দিনী করা কি অন্যায় নয় ?

জা। কেন অন্যায় ? বলেছিত যুদ্ধে ন্যায় অন্যায় নাই, বলে বা কৌশলে যে কোন উপায়ে শত্রুকে দমন করা যুদ্ধের নীতি; রাণীকে বন্দিনী করতে পার্‌লে, সহজেই বিনা রক্তপাতে আপনাকে দমন করা যেতে পার্‌তো—দুই পক্ষে কত শত সহস্রবীরের প্রাণ বেঁচে যেত। তবে সেরূপ উপায় অবলম্বন করা অন্যায় কিসে বুঝলেম্ না।

রা। আপনার এ যুক্তি মান্‌তে হয় বটে। আপনার উপর আমার জাত-ক্রোধ ছিল, কিন্তু আপনার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে, সে অপমানের প্রতিশোধ বাসনা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, আসুন আপনাকে মিত্র বলে আলিঙ্গন করি (তথা করণ) বাদ্‌শার সহিত এখন আমার সখ্য হ'য়েছে, আমি বাদ্‌শাকে অনুরোধ ক'রে লিখ্‌বো যাতে আপনার অপরাধ মার্জ্জনা করে আপনাকে আপনার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

জা। এ কথার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু ক্ষমা কর্‌বেন, ও রূপ অনুরোধ করবেন না। কেননা, আমি কোনওরূপ অপরাধ করেছি বলে মনে করি না তবে মার্জ্জনা কিসের ? আমি প্রভুর কল্যাণ সাধনের চেষ্টায় এতদিন নিজের জীবন তুচ্ছ করেছি, যেরূপ কায়মনোবাক্যে আমি বাদ্‌শার সেবা করেছি, তার অর্দ্ধেক আগ্রহের সহিত যদি আমি আল্লার সেবা করতেম, তা হ'লে আমার এ অপমান সহ্য করতে হ'ত না। তাই আমি মনে সংকল্প করেছি এখন থেকে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ফকির হ'য়ে আল্লার নাম গেয়ে

বেড়াব। আর আমার সেনাপতি হবার সাধ নাই আজ থেকে আমি ফকির, শুধু আপনাকে বিশ্বাস ঘাতক হীরা সিং হ'তে সাবধান করবার জন্য আমার এখানে আসা। সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'য়েছে, এখন বিদায়।

(প্রস্থান)

বা। বীরবর বিদায়—মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক! জাফরখাঁর হৃদয় এত উচ্চ জানতেম না। প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীর সেনাপতি আজ সামান্য ফকির! ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা বোঝে সাধ্য কার?

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী বাদ্‌শার সভা

বাদ্‌শা, উজীর, আমির খাঁ, ওসমান খাঁ প্রভৃতি

উ। জাঁহাপনা, অর্গলের রাজা এই পত্র পাঠিয়েছেন।

বা। কি লিখেছেন পড়।

উ। (পত্র পাঠ) জাঁহাপনা, দিল্লীব বাদ্‌শাব প্রবল প্রতাপ যাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, সেই অর্গলের রাজা আজ দিল্লীশ্বরের উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ ও সম্পূর্ণ বশীভূত। আপনি যে আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত। অর্গলের রাজকোষ, সৈন্য এবং রাজা স্বয়ং, অদ্য হইতে দিল্লীশ্বরেব কল্যাণের জন্য নিযুক্ত রহিল।

গৌতম সিং

বা। উত্তম কথা, অনর্থক রক্তপাত অপেক্ষা এরূপ সন্ধি বাঞ্ছনীয়।

একজন প্রহরীর প্রবেশ

প্র। জাঁহাপনা একজন ফকির আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বা। আস্‌তে বল।

ফকিরবেশে জাফর খাঁর প্রবেশ

জা। জঁাহাপনা, কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় চিঠি আমার কাছে ছিল, সেইগুলি ফিরিয়ে দিবার জন্য এসেছি—গ্রহণ করুন।

বা। কে—ও জাফর? তোমার এ ফকির বেশ কেন?

জা। ভেবেছি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আল্লার নাম গেয়ে কাটাব।

বা। পদচ্যুত হওয়াতে কি মনে এত আঘাত লেগেছে? আমি সেনাপতি-পদ থেকে তোমায় বরখাস্ত করেছি সত্য, কিন্তু অন্য কোনও উচ্চপদ দিতে প্রস্তুত আছি।

জা। ক্ষমা করবেন আর আমার সে আকঙ্ক্ষা নাই।

বা। কেন অভিমান হয়েছে?

জা। অভিমান হ'য়েছিল এখন আর নাই।

বা। অভিমান হ'য়েছিল কেন? অন্যায় কাজ করলে কি তা'র শাস্তি হওয়া উচিত নয়?

জা। খুব উচিত। কিন্তু আমি অন্যায় কাজ করি নাই।

বা। সে কি? অসহায়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি অন্যায় নয়।

জা! যুদ্ধ করাটাই কি অন্যায় নয়? রাজ্যলোভে, ধন লোভে বলবান রাজা দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করে—তারই নাম যুদ্ধ। এটা কি খুব ন্যায় সঙ্গত? এতে কি অসংখ্য লোক অনাথ, অসহায় হয় না? আমি অনর্থক রক্তপাতের পরিবর্ত্তে কৌশলে, বিনা যুদ্ধে যা'তে শত্রুকে দমন করতে পারা যায়, সেই চেষ্টাই করে ছিলেম—এতে যে কোনও অন্যায় কায করা হ'য়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনার বিচারে আপনি আমাকে শাস্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু জঁাহাপনা এখন বুঝছি এটা শাস্তি নয়—শান্তি। আপনি

আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, সেইজন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ! এখন বিদায়—

বা। জাফর, তুমি বাদশার বাদশা—দুনিয়ার মালিকের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত ক'রেছ, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে—এস তোমায় আলিঙ্গন করি (তথাকরণ)

(জাফরের প্রস্থান)

বা। উজির, আর কিছু কায আছে কি ?

উ। জাঁহাপনা, সহরে ভয়ানক বসন্তরোগ আরম্ভ হ'য়েছে, প্রত্যহ অনেক লোকের মৃত্যু হচ্চে। এর একটা ব্যবস্থার আদেশ দিন।

বা। যতজন হাকিম আবশ্যক হয় নিযুক্ত কর, আর রোগীদিগকে পৃথক রাখবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও—রোগীদের বস্ত্রাদি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়—অবশ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদের যেন কিছু কিছু অর্থ দেওয়া হয়। রোগীদের সেবার জন্য লোক নিযুক্ত কর—অর্থের মমতা ক'রোনা, প্রজাদের সুখের দিকে লক্ষ্য রেখো।

উ। জাঁহাপনা, এযে বিষম রোগ—অর্থের লোভে কেহই এ সকল রোগীর সেবা ক'রতে সম্মত হয় না—এমন কি রোগীর আত্মীয়েরা রোগীকে ফেলে অন্যত্র পালাচ্চে। এমন অনেক রোগী পড়ে আছে, যাদের মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক কেউ নাই। শুনেছি একজন স্ত্রীলোক নাকি খুব সেবা করছে, দিন রাত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ধান করে রোগীর সেবা ক'রছে।

বা। ধন্য সে রমণী! কে সে ?

উ। সন্ধান পেয়েছি তার নাম মুন্না।

আ। মুন্না ? মুন্না নামে একজন বাইজীত ছিল ?

উ। সে-ই। সে এখন যোগিনী—হিন্দুরা তা'কে বলে যোগিনী মা,

কেউ কেউ বলে শীতলা মা। যমুনার তীরে সে একখানি কুটিরে থাকে। কখনও কখনও সেখানেও দু'একজন রোগীকে রেখে তাদের সেবা করে। আর মাধব মিশ্র ব'লে একজন ব্রাহ্মণ আছে, সেও নাকি রোগীদের খুব সেবা ও যত্ন করে।

বা। শুনে বড় সুখী হ'লেম, এমন নিস্বার্থ পরোপকারীও আছে। চিকিৎসা ও সেবায় যা'তে সুবন্দোবস্ত হয় সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, কোনও রকম যেন ত্রুটি না হয়।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

যমুনাতীর—মুন্নার কুটীর

মুন্না ও একটি বসন্ত রোগাক্রান্তা-মুসলমান স্ত্রীলোক

রো। মা, আমায় ছেড়ে যেও না, তুমি যতক্ষণ কাছে থাক, আমার কোনও কষ্ট থাকে না—তুমি যখন আমায় ছেড়ে যাও তখন আমার যন্ত্রণা বড় বাড়ে। তাই বল্‌ছি মা আমায় ছেড়ে আর যেওনা।

মু। মা আমি ত' তোমায় ছেড়ে বেশীক্ষণ কোথায় থাকি না—এক একবার না গেলেই নয় তাই যেতে হয়—তোমার মত আরও ত দু একটি রোগী আছে মা—তাদের একটু সেবা না ক'র্‌লে কি চলে, তাদের যে কেউ নাই।

রো। আমার মত দুঃখিনী কেউ নেই মা—আমি যখন ভাল ছিলেম তখনই আমার স্বামী আমায় দেখ্‌তে পারতো না, আর একজনকে

নিকে ক'রে তারই সঙ্গে থাক্‌তো, তাকেই যত্ন করতো। আমার এই রোগ হওয়াতে আমাকে ফেলে তা'রা দুজনেই কোথা চলে গেছে—আমি মরলেই সব জ্বালা শেষ হয়, বাঁচি যদি তা'হলে আমার দাঁড়াবার যায়গা নাই —খাবার সংস্থান নাই। তা'র চেয়ে যা'তে আমার মরণ হয় তাই কর মা।

মু। খোদার মর্জ্জি যা তা হ'বে, মরণ বাঁচন আমাদের হাতে নয়। আর তুমি বাঁচ্‌লে কি তোমার একটা উপায় হ'বে না? নিশ্চয়ই হবে। বনের পশু পক্ষীকে যিনি আহার যোগান, তিনিই তোমার ব্যবস্থা করবেন, সে জন্য ভেবো না।

আমীর খাঁর প্রবেশ

আ। মুন্না, একবার এদিকে এস তো—একটা কথা আছে।

মু। কেন তুমিই এদিকে এস না—এখানে ত আর কেউ নাই, একটী মাত্র বসন্ত রোগী আছে।

আ। বসন্ত রোগী? (নাকে কাপড় দিয়া) আরে কি মুস্কিল! যা' ভয় করি তাই? না না, তুমিই একটু এদিকে এস।

মু। (অগ্রসর হইয়া) এই এসেছি, কি বলবার আছে বল।

আ। মুন্না, এ আবার কি কৌশল? বাদ্‌শাকে বশ করবার জন্য এ মতলবটা করেছ ভাল। কারণ বাদ্‌শা তোমার রূপে মুগ্ধ হন নাই, এবার তোমার গুণে মুগ্ধ হ'বেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে তা ভেবেছ কি?

মু। ক্ষতি কি। প্রাণটাই কি এতবড়? এতদিন তাই ভাবতেম বটে—কিন্তু এখন আর তা ভাবি না। আর বাদ্‌শাকে বশ করবার জন্যও এ কৌশল করিনি, আমি সত্য সত্যই সব ছেড়েছি।

আ। আমাকেও ছেড়েছ?

মু। হ্যাঁ তোমাকেও।

আ। কিন্তু আমি ত তোমায় ত্যাগ করতে পারবো না, আমি যে তোমায় ভালবাসি।

মু। তুমি আমায় ভাল বাস না, আমার রূপে মুগ্ধ, যখন আমার রূপ ও যৌবন যাবে, তখন তুমিও আমায় ত্যাগ করবে। আর ভালবাস তুমি আমার অর্থ—আমার সম্পত্তি আছে—ভোগ করবার কেউ নাই। তুমি ভেবে আছ, আমি মরে গেলে তুমি আমার সম্পত্তি লাভ করবে।

আ। ছি মুন্না, তুমি আমায় এতই নীচ মনে কর, আমি যে তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি তা'কি তুমি জান না?

মু। বেশ, তাই যদি হয় তা'র পরিচয় দাও—সব ছেড়ে দিয়ে এস আমার এই কুটীরে বাস কর। সে ত পরের কথা · আপাততঃ একটু ঐ রোগীর কাছে গিয়ে ব'সো—আমি ওই বস্তিটাতে একবার যাই, সেখানে দু'একটী রোগী আছে, তাদের একবার দেখে আসি। আর সময় নষ্ট করতে পারিনি, তুমি একটু বোসো, আমি আধঘণ্টা পরে ফিরে আস্‌বো।

আ। মুন্না, আমি ত আর তোমার মত পাগল হইনি যে, বসন্তরোগীর কাছে গিয়ে বস্‌বো—মরতে আমার অত সাধ নেই।

মু। একদিন ত মরতে হ'বে, তবে মরণকে অত ভয় কেন? বোসো, আমি আসছি। (গমনোদ্যতা)

আ। আরে না না, আমি বস্‌তে পারবো না, আমি এখন চল্লুম, পরে দেখা ক'রবো।

(প্রস্থান)

মু। আর দেখা করবার দরকার নাই। এরাই আবার মানুষ ব'লে পরিচয় দেয়।

ফকির-বেশে বাদ্‌শার প্রবেশ।

বা। ঐ কুটীর কার? ওখানে কে আছে?

মু। ফকির সাহেব, ও কুটীর আমার, ওখানে আমিই থাকি—আপাততঃ একটী বসন্তরোগী আছে। ফকির সাহেব, যদি দয়া ক'রে এইখানে কিছুক্ষণ বসেন, তবে আমি ওই বস্তি থেকে একবার আসি।

বা। কি প্রয়োজন?

মু। সেখানে দু'একটি রোগী আছে, তাদের একবার দেখে আস্‌বো। আর ঠাকুরজিকে একবার ডেকে এনে এই রোগীকে দেখাব।

বা। ঠাকুরজি কে?

মু। তিনি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

বা। আচ্ছা যাও, আমি আছি।

(মুন্নার প্রস্থান)

কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মুন্না আমায় চিন্‌তে পারে নি, ভালই হ'য়েছে। খোদা, তোমার কি মহিমা! তুমি কখন কা'কে কি কর তা' কে জানে? এই একজন হৃদয়হীনা বারবিলাসিনী, আজন্ম সুখের কোলে লালিতা—সে কিনা আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে বসন্তরোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে! তাই বলি আল্লা তোমার কি মহিমা! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার।

কতিপয় নাগরিকাগণের প্রবেশ

না। কই যোগিনী মা কোথায়?

বা। তিনি রোগী দেখ্‌তে গেছেন, একটু পরে আস্‌বেন, তোমাদের কি প্রয়োজন?

১ম না। ওগো ফকির সাহেব, আমার তিন বছরের ছেলের বসন্ত হ'য়েছে, তাই যোগিনী মা'র কাছে এসেছি, শুনেছি না কি তিনি যাকে ছুঁয়ে দিচ্চেন, তার রোগ সেরে যাচ্চে।

২য় না। আমার স্বামীরও ঐ রোগ হ'য়েছে, সে যন্ত্রণা চক্ষে দেখা যায় না। তাই যোগিনী মায়ের কাছে এসেছি, তিনি যদি একবার দয়া ক'রে যান, তবেই আমার স্বামী রক্ষা পায়।

৩য় না। তাই ত তিনি কখন ফির্‌বেন? শিগ্‌গির কি ফির্‌তে পারবেন? আহা! মার আমার আহার নিদ্রা নাই, রাতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চেন। রাত্রে একটি আলো হাতে ক'রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান, কি সেবা—কি যত্ন। যোগিনী মা মানবী নয়, নিশ্চয় কোনও দেবী।

৪র্থ না। ওমা তা বুঝি জান না? যোগিনী মা যে শীতলা দেবী—যখন ঘরে ঘরে এইরোগ আরম্ভ হ'ল, ঘরে ঘরে কান্না উঠ্‌লো, তখন সকলে শীতলা মায়ের পূজো দিলে, যে ব্রাহ্মণ পূজো ক'রছিলেন, পূজো শেষ হবামাত্রেই শীতলা মা তাঁর সাম্‌নে এসে দেখা দিলেন, ব্রাহ্মণ ভয়েই একেবারে মূর্চ্ছা গেলেন, যখন জ্ঞান হ'ল তখন বল্লেন, "কে মা তুমি?" শীতলা মা বল্লেন, "আমায় চিন্‌তে পারছিস না—আমি শীতলা, আর তোদের ভয় নাই, আমি যমুনার ধারে একখানি কুটীরে গিয়ে বাস ক'রবো, আর বসন্তরোগী আরাম ক'রবো।" —এই বলে চলে গেলেন, ব্রাহ্মণ মনে করলেন যে, বুঝি স্বপ্ন —তাড়াতাড়ি যমুনার ধারে গিয়ে দেখলেন যে সত্যি, সত্যিই এই কুড়ে ঘরে মা শীতলা এসেছেন, সহরময় হুলুস্থূল পড়ে গেল। কেন একথা কি তোমরা শোননি?

৩য় না। শুনেছি বটে, কিন্তু ঠিক্ ও রকমের নয়। আমি শুনেছি যে এক হিন্দু স্ত্রীলোক বসন্ত রোগে মারা যায়, সে নাকি পরমাসুন্দরী ছিল,

তার আত্মীয় স্বজনেরা তা'কে এই যমুনার ধারে ফুল চাপা দিয়ে রেখে চলে যায়। রাত্রিতে নাকি শেয়ালে তাকে টেনে বা'র ক'রে খেতে যাচ্ছে, এমন সময় সত্যপীর ফকির সেজে সেখানে এসে তা'কে ছুঁয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে দেন, আর বলেন যে, তোমায় বাঁচিয়ে দিচ্চি, কিন্তু তোমায় রোগীর সেবা ক'রতে হ'বে তুমি রোগীর সেবা করলেই তা'রা বেঁচে উঠবে। (জনান্তিকে) আমার বোধ হয় ঐ যে ফকির রয়েছেন, উনিই সেই সত্যপীর

মাধব মিশ্রের সহিত মুন্নার প্রবেশ

নাগরিকাগণ। (পদধূলি গ্রহণান্তে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবার পর) মা, আমাদের একটু কৃপা ক'রতে হ'বে।

মু। তোমরা কি চাও, বাছারা?

১মা। আমাদের ঘরে একবার পায়ের ধুলো দিতে হ'বে। মা, তুমি না ছুঁয়ে দিলে রোগী বাঁচবে না।

মু। এমন কথা বলো না, আমি ছুঁয়ে দিলেই কি রোগ ভাল হয়—দুনিয়ার মালিক যিনি তিনি রোগ ভাল করেন। ভাল তোমারা এখন যাও, আমি একটু পরে যাচ্চি। তোমাদের কোন পাড়া?

১মা। পশ্চিমপাড়া।

মু। আচ্ছা, এখন যাও—আমি একটু পরে যাচ্চি।

(নাগরিকাগণের প্রস্থান)

ফকির সাহেব, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না. এখন আপনি যেতে পারেন।

মা। মা, একি করেছ? কা'কে ফকির সাহেব বলছো? ইনি যে স্বয়ং বাদশা। জাঁহাপনা, আপনি মানুষ না দেবতা?

মু। (নতজানু হইয়া) এঁ্যা বাদ্‌শা! জাঁহাপনা অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

বা। মুন্না, তোমার কোনও অপরাধ হয় নাই। তুমি যে মহৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ ক'রেছ, তা'র জন্য আমি আমার প্রজার হ'য়ে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রছি। আমি তোমার ও এই সৎ-ব্রাহ্মণের গুণের কথা সবই শুনেছিলেম। আজ স্বচক্ষে দেখে পরম সন্তুষ্ট হ'লেম, শুধু সন্তুষ্ট নয়, তোমাদের মত প্রজা আমার আছে দেখে নিজেকে ধন্য মনে করি। তোমাদের এই মহৎ কার্য্যে যদি কোনও রূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ আমায় জানাবে।

(প্রস্থান)

মু। বাদশা? যে বাদ্‌শাকে বশীভূত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছিলেম,—যাঁকে আমার বাড়ীতে আসবার জন্য কত অনুরোধ করেছি—সেই বাদশা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে আমার কুটীরে? আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী আমীরখাঁকে এখানে একটু বসতে বল্লেম, সে বসন্ত রোগের ভয়ে সাহস করলে না। আর বাদ্‌শা অনায়াসে নিজের বহুমূল্য জীবনকে তুচ্ছ ক'রে, আমার মত হতভাগিনীর কথায় এখানে ব'সে রইলেন! মানুষে মানুষে এত প্রভেদ। একজন পশু—একজন দেবতা। ঠাকুরজি, একবার রোগীকে দেখে একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি পশ্চিমপাড়াটা একবার হ'য়ে আসি।

(প্রস্থান)

মা। মনে ক'রেছিলেম বাদ্‌শাকে এরূপ অযাচিতভাবে পেয়ে মা'র মন একটু বিচলিত হ'বে, পূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা আবার প্রবল হ'বে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটুও বিচলিত হ'ল না। সেবাব্রত গ্রহণ ক'রে

মা'র হৃদয় অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়েছে, দিল্লীর বাদ্‌শা আর সেখানে স্থান পান না—এখন বাদ্‌শার বাদ্‌শা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই শূন্য সিংহাসন দখল ক'রে বসেছেন—কা'র সাধ্য সেখানে আর স্থান পায়। প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা!

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য।

(হীরাসিংএর কক্ষ)

হীরা সিং ও কুমার সিং।

হী। এত অপমান! কুমার, তুমি রাজবংশের কলঙ্ক! গৌতম সিং বলেছে, তুমি ভীরু, মদ্যপ, রাজবংশের কলঙ্ক—তাই তোমার সঙ্গে তারার বিবাহ না হ'য়ে বিবাহ হচ্চে একটা দরিদ্র অজ্ঞাতকুলশীল রাজপুতের সঙ্গে! এ অপমানের প্রতিশোধ চাই! কুমার, তোমার যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নিতেই চাও—যে রকম ক'রে পার, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে!

কু। বেশ কথা—এ আর শক্ত কি? নির্ভয় চাঁদকে কোনও রকমে হত্যা ক'র্‌তে পার্‌লে প্রতিশোধকে প্রতিশোধ লওয়া হ'বে, আর তারার সঙ্গে বিবাহের তখন বাধা থাক্‌বে না—অর্থাৎ ভবিষ্যতে অর্গলের রাজ্যটা আমার হাতেই আস্‌বে।

হী। মতলব মন্দ নয়, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হ'বে কেমন ক'রে?

কু। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তা'র উপায় ঠিক ক'র্‌বো।

হী। কিন্তু দেখো খুব সাবধান—যেন কেউ জান্‌তে না পারে। জান্‌লে তোমার আমার উভয়েরই প্রাণ যাবে। আমি এখন চল্লুম।

(প্রস্থান)

কু। আমায় ভীরু, মদ্যপ, রাজবংশের কলঙ্ক বলেছে—মদ একটু আধটু খাই বটে, সেটা কেবল হজমের জন্য—না খেলে যে হজম হয় না। আর একটু আধটু মদ খেতে দোষই বা কি? অনেকেই ত' খায়। কিন্তু তা' বলে আমি ভীরু নই—আর রাজবংশের কলঙ্ক কিসে—এমন কার্ত্তিকের মত চেহারা—মতিয়া ত এই চেহারা দেখেই ভুলেছে। ভাল কথা, সন্ধ্যার পরে যে মতিয়ার ওখানে যাবার কথা ছিল—যাঃ একেবারে ভুল হ'য়ে গেছে! আহা সে কত ভাবছে, কত কাঁদছে। বাবা কতকগুলা বাজে কথা ব'লে সব ভুলিয়ে দিয়ে গেলেন। তারাকে বিবাহ ক'রতে কে চায়? তারা কি মতিয়ার চেয়ে ভাল? আহা! মতিয়ার কি চেহারা, কি গলা! দশটা তারা একটা মতিয়ার সমান হ'তে পারে না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আছে, তারাকে বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌লে, রাজ্যটা হাতে আসে।

তিন চারিজন বন্ধুর প্রবেশ

১ম ব। বেশ যা হ'ক, এখানে নিশ্চিন্ত ব'সে আছ, আর ওখানে তোমার মতিয়া তোমার বিরহে আধমরা—আমোদ আহ্লাদ সব মাটি! আজ তিনজন ভাল নাচওয়ালী আনা হয়েছে, তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে সকলেই বিরক্ত হ'য়ে গেছে, চল শিগ্‌গির চল।

কু। হ্যাঁ—যাচ্চি চল—একটা বড় ভাবনাতে পড়ে গেছি, তাই মনটা বড় খারাপ রয়েছে।

১ম ব। কেন, মন খারাপের ওষুধ কি কাছে নাই? এক আধ গ্লাস্ খাও এখনি মনে স্ফূর্ত্তি পাবে। আর মন খারাপই বা কিসের জন্য?

কু। রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্ভাবনা ছিল, তা' তোমরা

জান। কিন্তু এখন শুনছি এক অজ্ঞাতকুলশীল গরিব রাজপুতের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহের স্থির হ'য়ে গেছে।

২য় ব। সে কি রকম? কে সে রাজপুত?

কু। তা'র নাম নির্ভয়চাঁদ—মুসলমানেরা যখন রাণীকে বন্দিনী করতে যায়, তখন সে একটু সাহায্য ক'রে ছিল, তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই বিবাহ স্থির হ'য়েছে। আমি যদি সেখানে থাকতেম, আমি কি সাহায্য করতে পারতেম না? আমার কি সাহস নাই? না বীরত্ব নাই?

৩য় ব। কেন থাকবে না—আমাদেরও কি নেই—তবে তেমন সুযোগ হয় না যে—বল বিক্রম দেখাবার সুযোগ না পেলে কি করবো?

কু। সুযোগ একটা হ'য়েছে—পারবে?

৩য় ব। নিশ্চয়! কেন পারবো না? শুনিনা কি সুযোগ।

কু। এই নির্ভয়চাঁদকে কোনও রকমে হত্যা ক'রতে হ'বে।

৩য় ব। হত্যা? সেটা কি বীরত্ব?

কু। বেশ, সেটা বীরত্ব না হয়, তা'র সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ক'রে তাকে পরাজিত কর।

৩য় ব। সে কথা মন্দ নয়! আচ্ছা এক গ্লাস দাও দেখি, বুদ্ধিটা একটু খুলে যা'ক। (মদ্যপান)

২য় ব। শুনছি না কি সে নির্ভয়চাঁদটা বেজায় গোঁয়ার—প্রাণের মায়া মমতা নাই।

কু। আমি ত' নিজেই তা'কে শাস্তি দিতে পারতেম—কিন্তু তা'হলে ত আর রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয় না, কারণ রাজা আমার উপর রাগ করবেন। সেই জন্য আমি এমনভাবে কণ্টক দূর করতে চাই যে, রাজা না টের পান যে, আমি ইহার ভিতর আছি। তাই বলছি, যদি কেউ আমার হ'য়ে এই কার্য্য করে, আমি তা'কে পাঁচ হাজার—এমন কি দশ হাজার টাকা দিতে পারি।

৩য় ব। দাও আর এক গ্লাস দাও (পান), কি বল্লে দশ হাজার? আচ্ছা আর এক গ্লাস দাও (পান), হত্যায় দোষটাই বা কি? সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ নেওয়া আর গুপ্তভাবে প্রাণ নেওয়ায় প্রভেদটাই বা কি? প্রাণই যখন নিতে হ'বে তখন প্রকাশ্যভাবেই হ'ক আর গুপ্তভাবেই হ'ক, একই কথা---দাও দেখি, আর এক গ্লাস - হাঁ বুদ্ধিটা খুল্ছে, আমি রাজি।

কু। বেশ কথা। শুনেছি নির্ভয়চাঁদ রোজ রাত্রে একা দেবালয়ে যায়।

৩য় ব। আজ তা'কে যমালয়ে পাঠাব। (আর এক গ্লাস পান।)

কু। বেশ, আমরা তবে এখন মতিয়ার ওখানে যাই কায হাসিল ক'রে সেই খানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, যেন অন্যথা না হয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

কুমারের তৃতীয় বন্ধু

৩য় ব। এই খানটা বেশ অন্ধকার আছে, এই খানে একটু অপেক্ষা করা যাক্। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরচে, পাও ঠিক্ থাক্চে না, মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেছে। তা' একটু মদ না পেটে পড়লে এ সব কায হয় না। প্রাণটা এক এক বার কেমন ক'রে উঠ্ছে। আজ তা'র শেষ দিন, না আমার শেষ দিন? যদি আমার শেষ দিন হয়, তবে কেন এ কাযে হাত দিলেম! যদি মরে যাই— যাই যাব, আমার আর কে আছে। আর যদি তা'কে শেষ ক'রতে

পারি, তবে দশ হাজার টাকা! আচ্ছা যদি টাকাটা না দেয়? না দেয়, নির্ভয়চাঁদকে যেখানে পাঠাচ্চি, কুমার সিংকেও সেই খানে পাঠাব—তার পর মতিয়ার টাকাটা হাত ক'রবো। শুধু মতিয়ার টাকা কেন. মতিয়াকেও। ওই একজন এদিকে আস্‌ছে না, একটু ল্‌কোই।

নির্ভয়চাঁদের প্রবেশ

নি। নীবব রজনীতে ভগবানের মন্দিরে গিয়ে একটু ধ্যান করলে. মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, তাই প্রত্যহ সেথায় যাই। ভগবানের কৃপায় আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আর তুই দিন পবে তাবা আমাব হ'বে।

(হঠাৎ তৃতীয় বন্ধু কর্ত্তৃক আক্রমণ এবং অন্য দিক হইতে অর্গলরাজ ও অন্য একজনেব প্রবেশ, অর্গলরাজ কর্ত্তৃক আক্রমণ-কারীকে দমন)

নি। এ কি? আমি ত' কিছুই বুঝতে পাবছি না।

রা। বৎস, ভগবানের কৃপায় তুমি খুব বক্ষা পেয়েছ। চল ভগবানের মন্দিরে গিয়ে পূজা দিই গে। এই নরাধম আমার আত্মীয় হীরা সিংএর পুত্র কুমার সিংএর কথায় পুরস্কারের লোভে তোমায় হত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সৌভাগ্য বশতঃ এই লোকটি আমায় যথাসময়ে সংবাদ না দিলে এতক্ষণে তোমায় হারাতেম।

৩য়। কে বন্ধু লাল সিং? তুমিই বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে একথা প্রকাশ করে দিয়েছ?

লাল সিং। বিশ্বাসঘাতকতা কিসে? তুমি পুরস্কারের লোভে একটা নিরীহ লোককে হত্যা করতে অগ্রসর হ'লে, আমি না হয় পুরস্কারের লোভেই বল—আর যাই বল, তা'র প্রাণরক্ষা করতে প্রবৃত্ত হ'লেম।

এতে বিশ্বাসঘাতকতা হ'ল কিসে? পাপকার্য্যে সহায়তা করা পাপ, সাহায্য না করা কর্ত্তব্যপালন—আমি কর্ত্তব্যপালন ক'রেছি—বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই।

রা। আচ্ছা সে বিচার আমি ক'র্‌বো। নরাধম, তোর প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তোকে সাত বৎসর কারা-বাস ভোগ কর্‌তে হ'বে। আর যাদের কথায় তুই এই পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলি, সেই হীরা সিং ও তার পুত্র কুমার সিংহকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্গল ত্যাগ করতে হ'বে। (সঙ্কেতধ্বনি ও চারিজন প্রহরীর প্রবেশ) যাও, একে নিয়ে যাও, কারাগারে নিক্ষেপ কর। (তথা করণ, লাল সিং, তুমি যে আমার উপকার করেছ; তার জন্য তোমায় এমন একটি জায়গীর দিব, যা'তে তোমার সাত পুরুষ সুখে-সচ্ছন্দে কালযাপন কর্‌তে পারে।

লা। মহারাজের জয় হ'ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

জনকয়েক নাগরিকের প্রবেশ।

১ম না। ওরে ভাই, আর ত চলে না, ক'দিন প্রত্যহ রাজবাড়িতে যে রকম ভোজের ব্যবস্থা চল্‌ছে, বুঝি বা পৈতৃক প্রাণটা লুচি মণ্ডার গুঁতোয় বেরিয়ে যায়। পেটটা দম্ সম্ হ'য়ে রয়েছে।

২য় না। আরে ছোঃ—তুই কিছু না। পৈতৃক প্রাণটার জন্য এত ভাবনা—কি জানি কালিদাস না বেদব্যাস কে একজন মস্ত পণ্ডিত ব'লে গেছেন যে, পরান্ন অর্থাৎ ফলারের নিমন্ত্রণ দুর্ল্ভ, রোজ যোটে না, কালে ভদ্রে যোটে, অতএব নিমন্ত্রণ বা ফলার পেলে প্রাণের

মমতা ছেড়ে খাবে, কারণ শরীর ত জন্ম জন্ম রয়েছে, কিন্তু সংসারে ফলার দুর্লভ—দাদা, ফলার দুর্লভ—ফলার পেলে প্রাণের মায়া ক'র্‌তে নাই।

৩য় না। আরে তোদের মত বোকা ত দেখি নি, লুচি মণ্ডা খেয়ে মরতে কাউকেও শুনেছিস্? সকলেই ত সাগুদানা বা দুধ বা কটু-তিক্ত ঔষধের বড়ি খেয়ে মরে ; মণ্ডা খেয়ে ত কই বাবা কাকেও এপর্য্যন্ত মর্‌তে শুনিনি।

৪র্থ না। তবে বলি শোন, আমার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কিছু কিছু জানা আছে, এক কবিরাজের বাড়ী দু'মাস তামাক সেজেছি, অনেক জিনিষ শিখেছি, চাই কি চিকিচ্ছে ক'রতে বল্‌লে এখন দু'টাকা রোজগার করতে পারি। নিদেনে বলেছে, যত কিছু খাও না কেন, শেষে খুব খানিকটা দই খেলে সব হজম। দই কি আর আজ কাল সে রকম হয়—আমরা মহারাজের বাপের আমলে যে দই খেয়েছি, সে কথা শুন্‌লে তোরা গপ্প মনে করবি!

১ম না। সে কি রকম দাদা? শুনেছি নাকি চেঙারিতে পাতা এক রকম দই হয়। সে নাকি এত বসে যে, ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তবে লোকের পাতে দিতে হয়।

৪র্থ না। তোদের দৌড় ঐ চেঙারি ও ছুরি পর্য্যন্ত, তার বেশী কিছু দেখিচিস্ না শুনেচিস্?

১ম না। না দাদা, তার বেশী আর কিছু জানি না, তুমি যদি জান ত বল।

৪র্থ না। তবে শোন্। মহারাজের বাপের আমলে একদিন আমাদের নেমন্তন্ন হয়। অনেক রকম খাওয়া দাওয়া হ'ল—শেষে দই! সে দই চাঙ্গারিতে পাতা নয়? ঝাঁকা দেখেচিস?

১ম না। হ্যাঁ ঝাঁকা দেখ্‌বো না কেন?

৪র্থ না। না দাদা, দেখলে হ'বে না—চিন্‌তে হ'বে। বড় বড় ঝাঁকা

যা'তে বড় বড় জালা নিয়ে যায়, কলসী মাল্‌সা যার ভেতর দিয়ে গলে পড়ে—সেই ঝাঁকায় দই পাতা বিনা আচ্ছাদন !

সকলে। তাই নাকি ? তারপব ?

৪র্থ না। রাজা বল্লেন, "দা নিয়ে এস।" ঠুন, দা দু'খানা—দই কাটতে দা দু'খানা—শুনেছিস্ কখনও ?

সকলে। না, তারপর ?

৪র্থ না। তারপর রাজা বল্লেন "কুড়ুল।" কুড়ুল আনা হ'ল, যে সে কুড়ুল নয়—যা'তে বড় বড় কাঠ চালা করে। ঢং—ধার রাজ্যে নাই, দই এত জমেছে যে কুড়ুলের কোপ বস্‌লো না। তখন রাজা বল্লেন "করাত" করাত দেখেচিস ?

১ম না। হ্যা, করাত আর দেখিনি ?

৪র্থ না। না না দেখলে হ'বে না, চিন্‌তে হ'বে—উপরে একজন নীচে দু'জন ধরে বড় বড় শাল বা সেগুণের গুড়ি মাচার ওপর রেখে যে করাত দিয়ে চেরে—সেই করাত। করাত ত এল, দই উঠলেন মাচায়, করাত চল্‌তে লাগল, আর সেই দইএর ঝুরো আমাদের সকলের পাতে দিয়ে যেতে লাগলো—অমন দই আর কখন খেলুম্ না।

১ম না। দাদা, তুমি ভাগ্যবান বটে, আজকাল আর এমন দই হয় না।

৪র্থ না। আরে এখন কি আর খেয়ে সুখ আছে, না খাইয়ে সুখ আছে, তখন রসগোল্লা হ'ত একএকটা বড় কুমড়ার মত, এখন হয় একটা সুপুরির মত, আরও দিন কতক পরে হবে সর্ষের মত। এখনকার সন্দেশ হ'য়েছে বাতাসার মত। এখন কি খাবার আছে, না খাইয়ে আছে ? আমরাই ত দশ বিশ সের লুচি খেতে দেখেছি, তোরা দশখানা খেতে পারিস্‌নে। এরপর যে কি হ'বে তাই ভাবি। চল্

আর দেরি ক'রে কায নাই, আজ রাজকন্যার বিয়ে, আজ এমন খাবি, যেন সাত দিন আর কিছু খেতে না হয়।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাসরঘর।

সিংহাসনে নির্ভয়চাদ ও তারা।

সখীগণের গীত।

মনের মতন পেয়ে রতন সোহাগেতে হাস্‌ছে দু'জন
প্রাণের কথা নীরব ভাষায় কইছে হের সলাজ-নয়ন।
আবেশে বিভোর হ'য়ে, প্রাণে প্রাণে মিশে গিয়ে,
আপনারে বিলিয়ে দিয়ে, পরকে এখন ক'র্‌লে আপন

১ম স। এতদিন পরে সখি হ'লে তুমি পর
২য় স। প্রাণসম প্রিয়তম পেয়ে প্রাণেশ্বর॥
৩য়। আর কি মোদের সখি থাকিবে গো মনে?
১ম স। ভুলে যা'বে আমাদের পেয়ে প্রাণধনে।
তা। বাল্য সহচরী যারা, তাদের কেমনে,
ভুলিব বল না সখি, প্রথম যৌবনে?
৩য় স। সখা তব প্রিয় এবে সখিদের চেয়ে

২য় স। সব ভুলে যাবে সখি, প্রাণসখা পেয়ে ॥
১ম স। আপনারে ভুলে যাবে মোরা কোন ছার ?
২য় স। করিবে সমস্ত হৃদি বঁধু অধিকার !
৩য় স। কোথা হ'তে এল সখি অজানা এ চোর ?
১ম স। হরিল মোদের নিধি বাঁধ, প্রেম ডোর।
নি। প্রমাণ যে হ'বে চোর, দাও শাস্তি তারে,
কে চোর প্রমাণ আগে, হউক বিচারে।
আমারে আনিয়ে ঘরে অচেতন যবে,
যে হরিল মোর প্রাণ তা'র কি গো হ'বে ?
তারে না বলিয়ে চোর, মোরে বল চোর ?
এ যে গো জুলুম বড় অবিচার ঘোর !
১ম স। পরাণ পাইলে তুমি সেবায় যাহার
হরিলে নিঠুর হ'য়ে তুমি প্রাণ তার ?
মোদের বিচার হ'ল ঘোর অবিচার ?
নারীর বিচার-বলে চলিছে সংসার !
২য় স। অত কথা কেন সখি, দে'না কাণ মলে ?
(দেখুক) কোমল পরশে কাণ জ্বলে কিনা জ্বলে।
৩য় স। না না ভাই, ভয় হয়, বর যে লো বীর—
২য় স। শত শত বীর বাঁধা আঁচলে নারীর।
নি। নারীর কটাক্ষবাণে বীর মানে হার,
দেবতা নারীকে ডরে. নর কোন ছার !
শতবার মানি হার তোমাদের কাছে
নারীসম কোন নিধি ধরাতলে আছে ?
রোগ, শোক, চিন্তা দুখে, যে চিরসঙ্গিনী
প্রেমময়ী, স্নেহময়ী দেবী স্বরূপিণী !

(সখিগণের গীত)

ভালবাস যদি সখা, দাসী হ'য়ে রব পায়
সোহাগে যতনে সদা তুষিব বঁধু তোমায়।
আসিতে দিব না দুখ, মুছাব মলিন মুখ
হাসিমুখে সুখে দুখে সেবিব তোমায়।

যবনিকা